# গল্প ঠাকুরদা



শ্রীবুদ্ধদেব বসু

ইষ্টার্ণ-ল-হাউস
১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

ছ' আনা

—প্রকাশক—

শ্রীঅনাথ নাথ দে

১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা



প্রথম সংস্করণ ঃ ঃ শ্রাবণ ১৩৪৫

প্রিণ্টার—শ্রীগোষ্ঠবিহারী দে
ওরিয়েণ্টাল প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
১৮, বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

উপহার

# অনুক্রম

# একটা ইস্কুলের গল্প

আমি যখন ইস্কুলে পড়তাম, সে-সময়কার একটা ঘটনা মনে পড়ছে। ক্লাসের মধ্যে আমার বন্ধু ছিলো ছু' জন; ছু' জনের নামই সুকুমার। তাদের একজন এখন সিবিলিয়ান্; আর একজনের একটি চিঠি পেয়েছিলুম লণ্ডন থেকে বছর তিনেক আগে—তার পর আর কোনো খোঁজ পাইনি। অধুনা-সিবিলিয়ান্‌কে ক্লাসের ছেলেরা বল্‌তো ছোট-সুকুমার, অন্য জনকে বড়-সুকুমার। আমিও তা-ই বল্‌বো।

প্রসন্ন পাল নামে একটা ছেলে পড়্‌তো আমাদের সঙ্গে—তাকে আমি কখনো ভালো চোখে দেখতে পারিনি। দেখতে সে মোটেও ভালো ছিলো না; তামাটে-কালো গায়ের রঙ, ছোট-ছোট চোখের কী রকম একটা বিশ্রী মিটমিটে তাকাবার ধরণ, আর তার চক্‌চকে চুল থেকে তেল চুঁইয়ে-চুঁইয়ে পড়্‌তো গাল বেয়ে—ঘামের সঙ্গে মিশে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। প্রচুর তেল সে মাখ্‌তো চুলে, কিন্তু কখনো সিঁথি কাটতো না—সে তার মতে ছিলো বাবুগিরি। বাবুগিরি সে

কখনো করতো না, তা ঠিক। কাপড়-চোপড় সব সময়ে নোঙ্‌রা, পায়ে নেই জুতো। পাড়াগেঁয়ে ছেলে, কোনো-এক মাষ্টার মশাইর দয়ায় হস্‌টেলে থেকে পড়ছে সহরের ইস্কুলে। আমরা সবাই জানতুম যে ইস্কুলে সে ফ্রী। এটা সহজেই বোঝা যেতো যে, অবস্থা তার খুবই খারাপ। তা হ'লেও ওর নোঙ্‌রা কাপড়-চোপড় আর তেল-চক্‌চকে চেহারা আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারতুম না।

আর প্রসন্নও প্রথম থেকেই লাগতে এসেছিলো আমাদের পিছনে। টিফিনের সময় যখন আমরা তিন জন ইস্কুলের কম্পাউণ্ডের এক কোণে গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চিনির রসে ভাজা চীনেবাদামরূপ অপূর্ব্ব সুখাদ্য খেতুম, প্রসন্ন একটু দূরে দাঁড়িয়ে আমাদের শুনিয়ে শুনিয়ে নানা রকম ঠাট্টা করবার চেষ্টা কর্‌তো। সে-সব আমরা গায়েও মাখতুম না। শুক্রবার ছিলো আমাদের এক ঘণ্টা টিফিন; আমরা পাঁচিল টপ্‌কে কাছের একটা চায়ের দোকানে গিয়ে যে-সব জিনিস খেতুম, তাদের চেহারা মনে করলেও এখন গা বমি-বমি করে। টিফিনের ছুটিতে কোনো ছেলের বাইরে যাবার নিয়ম ছিলো না—প্রসন্ন পাল আমাদের পেছন থেকে চেঁচিয়ে বল্‌তো, 'ব'লে দেবো হেড্‌মাষ্টার মশাইকে।' আরো ছোটখাটো ব্যাপারে সে চেষ্টা করতো আমাদেরকে জব্দ করতে, দল পাকাতো আমাদের বিরুদ্ধে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সে বিশেষ সুবিধে ক'রে উঠতে পার্‌তো না—কেননা আমরা তিনজনেই ছিলুম লেখাপড়ায় তুখোড়, ইস্কুলের গৌরব।

লেখাপড়ার ব্যাপারে অবশ্য প্রসন্ন আমাদের সঙ্গে কোনো রকম পাল্লাই দিতে পার্‌তো না; তাই সে তার মনের ঝাল মেটাতো নানারকম ছোটখাটো উপায়ে। লুকিয়ে রাখ্‌তো আমাদের পেন্সিল্‌, ছত্রখান ক'রে ছড়িয়ে রাখ্‌তো বইপত্তর, দোয়াত উপুড় ক'রে রাখ্‌তো ডেস্কের উপর। তা ছাড়া খামাখা গায়ে-পড়া ঠাট্টা কর্‌তো, অকারণে আস্‌তো ঝগড়া করতে। আমরা যে ফাউণ্টেন্‌-পেন্‌ ব্যবহার করি, সে যেন তাকে অপমান করবারই জন্যে। আমরা তাকে একেবারেই আমল দিতুম না, তবু—সেই জন্যেই হয় তো—তার হাত থেকে নিস্তার ছিলো না।

আমাদের ভূগোলের মাষ্টার ছিলেন বেজায় বদ্‌রাগী, তিনি ক্লাসে এসে ঢোকা মাত্র আমাদের সবাইকার বুক কাঁপতে আরম্ভ কর্‌তো। সপ্তাহে দু'দিন তাঁর ক্লাস্‌ ছিলো শেষের ঘণ্টায়; সে দু'দিন টিফিনের সময় আমাদের ক্লাসে লেখাপড়ার চর্চ্চা দেখলে অবাক্‌ হ'য়ে যেতে হ'তো। কেউ মাথা নীচু ক'রে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে কোনো 'ভালো ছেলের' খাতা থেকে টুকে নিচ্ছে, কেউ বা

ওকে ছেড়ে দিন স্যার, ওকে ছেড়ে দিন—ওর কোন দোষ নেই—

পাইচারী করতে করতে গুন্‌-গুন্‌ ক'রে মুখস্থ করছে আমেরিকার কোথায় পাওয়া যায় গম আর কোথায় তুলো।

এম্‌নি একদিন টিফিনের সময় প্রসন্ন এসে বল্‌লে বড়-সুকুমারকে, 'তোমার কলমটা একটু দাও তো—আমার নিব্‌টা ভেঙে গেছে।'

বড়-সুকুমার বল্‌লে, 'সরি, একজনের কলম আর একজনের ব্যবহার করতে নেই।'

প্রসন্ন বল্‌লে ঠোঁট বাঁকিয়ে, 'বাবাঃ, কী দেমাক! না-হয় আছেই তোমার একটা ফাউণ্টেন্‌-পেন্‌—অনেকেরই এম্‌নি আছে।'

বড়-সুকুমার চ'টে গিয়ে বল্‌লে, 'বেশ তো, যাও না তাদের কাছে কলম ধার করতে। আমি দেবো না।'

'তুমি দেবে না?'

'না, দেবো না, যাও।'

প্রসন্ন চোখ মিট্‌মিট্‌ ক'রে বল্‌লে, 'ভারী—ব'য়ে গেছে আমার। নিজেকে কী যে মনে করো—এদিকে সেদিন য়্যাডিশনাল্‌ অঙ্কের ক্লাসে তো ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ ক'রে তাকিয়ে ছিলে বোর্ডের দিকে।'

'শেষ পর্য্যন্ত তুমিই ক'রে দিলে তো অঙ্কটা? আর হাফ্‌-ইয়ার্লিতে ইংরাজিতে সতেরো পেয়েছিলো কে—তুমি না?'

ছোট-সুকুমার জামার হাতায় মুখ লুকিয়ে হাসতে লাগ্‌লো। কথায়-কথায় সে হাস্‌তো, কথা বেশী বল্‌তো না। আমি আর বড়-সুকুমার নিজেদের মধ্যে তাকে ছেলেমানুষ মনে করতুম। কিন্তু ভারী মিষ্টি ছিলো তার স্বভাব, ভারী নরম—আজও আমার মনে পড়ে।

এমনি খিটিমিটি হ'তো প্রায়ই। আর একদিন টিফিনের সময় আমরা গল্প করছি আর চেঁচিয়ে হাসছি, এমন সময়—বলা নেই, কওয়া নেই, হঠাৎ কোত্থেকে প্রসন্ন এসে বললে, 'টেড়ির কী বাহার এক-এক-জনের। দেখলে মূর্চ্ছা যেতে ইচ্ছে করে।'

সত্যি বলতে, আমার চুলটা তখনও ভালো রকম বাগিয়ে আন্‌তে পারি নি, প্রসন্নর কথায় একটু খুসীই হলুম মনে মনে। মুখে বললুম, 'একটা ভুতের মত চেহারা ক'রে থাকাই বুঝি মস্ত বাহাদুরী?'

প্রসন্ন গম্ভীরভাবে বললে, 'ইস্কুলের ছেলের অত বিলাসিতা কেন?'

বড়-সুকুমার বললে, 'না, ইস্কুলের ছেলে হ'লেই জানোয়ারের মত থাকতে হবে!'

ছোট-সুকুমার খিল্‌খিল্ ক'রে হেসে উঠ্‌লো। ছেলেমানুষের মত প্রতিধ্বনি করলে, 'জানোয়ারের মত!' প্রসন্ন বললে, 'তোমরা আমাকে জানোয়ার বল্‌ছো?'

আমি বললুম, 'তুমি যদি গায়ে প'ড়ে নাও কার দোষ?' প্রসন্নকে আর কোনো কথা বলবার সুযোগ না দিয়ে আমরা অন্য-দিকে চ'লে গেলুম। পিছনে দাঁড়িয়ে সে বিড়্‌বিড়্ ক'রে যে-সব কথা বললে, তা শুনতে পেলে আমরা নিশ্চয়ই খুসী হ'তুম না। কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই। মুখের উপর বলবার কিছু সাহস তার ছিলো না।

একদিন প্রসন্ন নিলে তার শোধ। সেই ভূগোলের ক্লাস্। সেদিন আমরা তিন জনেই রাত্তিরে অনেক খেটে-খুটে সব টাস্‌ক্ ক'রে এনেছি—নিশ্চিন্ত। টিফিন্-পিরিয়ডে তাই, অন্য ছেলেরা যখন প্রাণপণে এর-ওর টুকে নিচ্ছে, আমরা কম্পাউণ্ডে বেড়াতে-বেড়াতে গল্প করছি আর কুড়মুড় ক'রে খাচ্ছি বুটভাজা।

মাখনবাবুর মূর্ত্তি সেদিন যেন অন্যান্য দিনের চেয়েও ভয়ঙ্কর মনে হ'লো। কিন্তু আমাদের ভয় নেই; আমরা স্বচ্ছন্দে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলুম।

একে একে ছেলেদের ডাক পড়্‌লো—তা'রা কাঁপতে-কাঁপতে তাদের অসমাপ্ত, হিজিবিজি-ক'রে-লেখা খাতা দিয়ে গেলো। আমরা ক্লাসের 'ভালো ছেলে' ব'লে আমাদের পালা সবার পরে। আমি দিলুম খাতা, বড়-সুকুমার দিলে। আজ মাখনবাবুর কোনো দোষ ধরতে পারবেন না, এ-কথা ভাবতে আমাদের খুব ভালো লাগছিলো। কিন্তু হঠাৎ দেখি, ছোট-সুকুমার তার বই-খাতার স্তূপ প্রাণপণে ঘাঁটছে—তার মুখ এতটুকু হ'য়ে গেছে শুকিয়ে।

মাখনবাবু ভীষণকণ্ঠে বললেন, 'সুকুমার, টাস্‌ক্ করো নি ?'

ছোট-সুকুমার ক্ষীণস্বরে জবাব দিলে, 'করেছিলুম, স্যার—'

'করেছো—দাও তা হ'লে। শীগ্‌গির দাও।'

ছোট-সুকুমার অসহায়ের মত এদিক্-ওদিক্ হাত্‌ড়ে বললে, 'খুঁজে পাচ্ছি নে, স্যার, খাতাটা—'

'খাতা খুঁজে পাচ্ছো না ?' মাখনবাবু দাঁত কিড়্‌মিড়্ ক'রে উঠলেন ; 'ও-সব চালাকি আমার কাছে চলবে না। দাও শীগ্‌গির দাও বলছি।'

ফ্যাকাশে মুখে ছোট-সুকুমার চুপ ক'রে রইলো।

আমি চট্ ক'রে একবার পিছন ফিরে প্রসন্নর দিকে তাকালুম। সে অনায়াসে তার বিশ্রী চোখ মিট্‌মিট্ করে দাঁত বা'র ক'রে হাস্‌লো।

'কই—কী হ'লো ?' মাখনবাবুর গর্জ্জনে সমস্ত ক্লাসের পিলে চম্‌কে উঠ্‌লো। ছোট-সুকুমার অনেক কষ্টে উচ্চারণ করলে, 'সত্যি বলছি, স্যার, খাতাটা এনেছিলুম, সব টাস্‌ক্ করা ছিলো—এখন—'

'খাতাটা এনেছিলে তো হাওয়া হ'য়ে উড়ে গেলো, না ? এতটুকু বয়েসে মিথ্যে কথা বলতে শিখেছো। দাঁড়াও।'

সমস্ত ক্লাসে চাঞ্চল্য ! আমাদের তিন জনের কাউকে কোনো টিচার কখনো শাস্তি দেননি একটু-আধটু অন্যায় করলেও নয়। বিশেষ ক'রে ছোট-সুকুমারকে সবাই ভালোবাসতেন—তার মিষ্টি, নরম চেহারার জন্য, তার ছেলে-মানুষী সরলতার জন্য। মাথা নীচু ক'রে সে চুপ ক'রে রইলো—উঠলো না। তার উপর এমন শাস্তি হ'তে পারে, এটা সত্যি বিশ্বাস করবার নয়।'

মাখনবাবু প্রচণ্ড হুম্‌কি দিয়ে উঠলেন, 'কই, দাঁড়ালে না ?'

ছোট-সুকুমার আস্তে-আস্তে উঠে দাঁড়ালো ; তার দৃষ্টি বেঞ্চির উপর। তার মুখের চেহারা এমন, যেন সে ম'রে গেছে।

সঙ্গে-সঙ্গে আমিও উঠে দাঁড়ালুম। বললুম, 'স্যর, ওর কোনো দোষ

নেই, ও সত্যি সব টাস্‌ক্‌ ক'রে এনেছিলো, আমি দেখেছি। কেউ ওর খাতা সরিয়েছে। কে তা করেছে, তাও আমি বলতে পারি—'

'থাক্‌, তোমাকে আর ওকালতী করতে হবে না। তুমি নিজের কাজ করো।'

তখন বড়-সুকুমার বললে, 'এ অন্যায় যদি আপনি—'

একি আমার মণিব্যাগ কি হ'ল ?

বড়-সুকুমারকে তার কথা শেষ করতে হ'লো না ; সমস্ত ক্লাসের উপরে যেন বাজ ভেঙে পড়্‌লো—'কী, এত বড় সাহস তোমাদের, আমার কথার উপর কথা বলতে আসো, আমাকে ন্যায়-অন্যায় শেখাতে আসো ! দাঁড়িয়ে থাকো—দাঁড়িয়ে থাকো, বোথ্‌ অব্‌ ইউ। ওঠো, দাঁড়াও। সমস্ত ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকবে।'

সুতরাং সমস্ত ঘণ্টা আমরা তিনজন দাঁড়িয়ে রইলুম। তিনজন এক সঙ্গে হওয়াতে লাগ্‌লো কম। কিন্তু সেদিন ভূগোল পড়া কিছুই হ'লো না; সমস্ত ক্লাসের মধ্যে কেমন একটা থম্‌থমে ভাব।

এর পর মাস খানেক কেটে গেছে। ব্যাপারটা তখনকার মত মনে খুব লাগলেও ততদিনে ভুলে গেছি। শুক্রবার। টিফিনের সময় আমরা বেরিয়ে এসেছি চায়ের দোকানে। খাওয়ার পর ছোট-সুকুমার দাম দেবার জন্য পকেটে হাত দিয়েই ব'লে উঠ্‌লো, 'এ কী! আমার মনিব্যাগ্ কি হ'লো?' সে এ-পকেট দেখলে, ও-পকেট দেখলে, কিন্তু মনিব্যাগ্ নেই। ক্লীন্ নেই।

দাম দেবার জন্য অবশ্য আটকালো না, আমাদের সঙ্গে পয়সা ছিলো। দোকান থেকে বেরিয়ে ইস্কুলের দিকে আসতে-আসতে ছোট-সুকুমার বললে মুখ কাঁচুমাচু ক'রে, 'তাই তো, এমন সুন্দর পার্স্‌টা ছিলো, হারিয়ে গেলো! বাড়ী গিয়ে মাকেই বা কী বল্‌বো?'

আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'নিয়ে এসেছিলে তো ঠিক—মনে আছে?'

'বাঃ, ইস্কুলে এসেও তো প্রসন্নকে সেটা দেখালুম—'

আমি চম্‌কে উঠলুম।—'প্রসন্নকে! প্রসন্নকে দেখাবার কী হয়েছিলো?'

বড়-সুকুমার বললে, 'তা হ'লেই হয়েছে।'

আমি বললুম, 'তুমি একটা গাধা। কত ছিলো ওতে?'

'বেশী নয়, একটা টাকা মোটে।'

জেরা ক'রে-ক'রে বেরুলো যে ক্লাস্ বসবার আগে প্রসন্ন ছোট-সুকুমারের পাশে একটুখানি বসে ছিলো। তারপর হঠাৎ উঠে চ'লে গিয়েছিলো নিজের জায়গায়। কোনো সন্দেহ রইলো না।

এখন ভেবে দেখলে মনে হয়, অতটা না করলেও হ'তো। কিন্তু তখন—

তখন আমার মাথায় রক্ত উঠে গিয়েছিলো ; মনে পড়ছিলো এক ক্লাস্ ছেলের চোখের উপর দাঁড়িয়ে-থাকা, ছোট-সুকুমারের ছল্‌ছলে চোখ। সোজা চ'লে গেলুম হেড্‌মাষ্টারের কাছে। ইংরিজি ভালো লিখ্‌তে পারতুম ব'লে আমি তাঁর বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলুম।

'স্যার, আমাদের ক্লাসে একটা চুরি হয়েছে।'

'চুরি!' হেড্‌মাষ্টারের কপালের উপর রেখা পড়লো। সরকারী ইস্কুল, অনেক দিনের নাম-করা—ডিসিপ্লিনের ভীষণ কড়াকড়।

আমি বললুম সব ঘটনা। হেড্‌মাষ্টার জিজ্ঞেস করলেন,—'আর ইউ শিওর্ যে প্রসন্ন নিয়েছে?'

'আমার কোনো সন্দেহ নেই,' আমি বললুম।

'আচ্ছা, যাও'। হেড্‌মাষ্টারের মুখের চেহারা দেখে আমার যেন নিজেরই ভয় করতে লাগ্‌লো। মনের মধ্যে একটা চাপা উদ্বেগ নিয়ে ফিরে এলুম।

পরের ঘণ্টায় হঠাৎ প্রসন্নর ডাক পড়লো হেডমাষ্টারের ঘরে। তার পর আর সে ক্লাসে ফিরে এলো না। মুখ থেকে মুখে, সমস্ত ক্লাসে খবর ছড়িয়ে পড়্‌লো যে, প্রসন্ন ছোট-সুকুমারের মনি-ব্যাগ চুরি ক'রে ধরা পড়েছে। তা'র পকেটের মধ্যে ওটা পাওয়া গেছে, কোনো সন্দেহ নেই। এখন তাকে য়্যাসিস্‌টাণ্ট্ হেড্‌মাষ্টারের ঘরে আটক রাখা হয়েছে ; ছুটির পর ফাস্'ট্ ক্লাসের সমস্ত ছেলের সামনে তাকে দশ ঘা বেত মারা হবে।

শেষের ঘণ্টায় আমরা নোটিস্ পেলুম, ছুটির পর আমাদের ক্লাসের সব ছেলে যেন হেড্‌মাষ্টারের ঘরের সামনে গিয়ে জড় হয়। আমার বুকের ভিতরটা কাঁপতে লাগ্‌লো।

ছুটি হ'য়ে গেলো। শুক্‌নো মুখে আমরা গুটি চল্লিশেক ছেলে সুড়্ সুড়্ ক'রে হেডমাষ্টারের ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম। হেডমাষ্টার ছোট-সুকুমারকে তাঁর ঘরে ডাকিয়ে নিলেন।

—'রয়্, এটা তোমার পার্স্?' ছোট-স্থকুমার বল্‌লে, 'হ্যাঁ, স্যার্।'

হেড্‌মাষ্টার সেটা তার হাতে তুলে দিলেন, 'ভাখো, এক টাকাই ছিলো ?'

ছোট-স্থকুমার পার্স্‌টার ভিতরে তাকিয়ে বললে, 'হ্যাঁ, স্যার, ঠিকই আছে।'

'তুমি প্রসন্নকে এটা দাও নি—দেখতে কি রাখতে ?'

'না।'

হেড্‌মাষ্টার ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বললেন, 'I'll teach you boys to steal !'

হেড্‌মাষ্টার বারন্দায় বেরিয়ে এলেন। তীব্র, ছোট এক বক্তৃতা দিলেন ছেলেদের উদ্দেশ ক'রে। এলো বেত। তেল-চক্‌চকে প্রসন্ন দাঁড়ালো। আমি আড়চোখে একবার তার মুখের দিকে তাকালুম। তা'র সেই বিশ্রী, ছোট-ছোট চোখ জলে ভ'রে উঠেছে—এক্ষুণি তার নোঙ্‌রা গাল দিয়ে গড়িয়ে পড়বে। আমি তাড়াতাড়ি চোখ সরিয়ে নিলুম।

ছোট-স্থকুমার এক কোণে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলো, তার মুখ কাগজের মত সাদা। বোকা, বোকা—একেবারে ছেলেমানুষ—ওরই যেন কী ভীষণ শাস্তি হচ্ছে। সমস্ত ছেলেগুলো পাথরের মত স্তব্ধ—যেন নিঃশ্বাস পড়ছে না।

হঠাৎ দেখি, ছোট-স্থকুমার এগিয়ে এসে হেড্‌মাষ্টারের সামনে দাঁড়িয়েছে। প্রাণপণে ছু'হাতে কচ্‌লাতে-কচ্‌লাতে সে বলছে, 'ওকে ছেড়ে দিন—স্যার, ওকে ছেড়ে দিন—ওর কোনো দোষ নেই—আমি ওকে দিয়েছিলুম—ওকে দিয়েছিলুম—ওকে ছেড়ে দিন্, ছেড়ে দিন—'

বলতে বলতে ছোট-স্থকুমারের গলা আটকে এলো ; দর্‌দর্ ক'রে জল পড়তে লাগ্‌লো তার চোখ বেয়ে।

# একটা পরীর গল্প

বল্‌লে হয় তো বিশ্বাস করবে না, কিন্তু লিলি সত্যি-সত্যি পরী দেখেছে। সত্যিকারের পরী। তোমারও হয় তো—জ্যোছনা যখন বাগান ভ'রে রেশমী ছায়া বিছিয়ে দিয়েছে, কোন কোন রাত্রে তোমারও হয় তো মনে হয়েছে যে তুমি পরীদের দেখছো—নীল রাত্রি ভ'রে তারা নাচছে আর হাসছে, আর ঠাট্টা করছে তোমাকে, জানলার ধারে তুমি দাঁড়িয়ে আছ। কিন্তু একটু পরেই তুমি বুঝতে পেরেছ যে পরীরা মোটেও সত্যি নয়, তোমার কানে লেগেছিল হাওয়ার আর পাখীর শব্দ; জ্যোছনায় রেশমী-রূপালি তোমাদের সবুজ বাগানে কোন পরী কখনো আসবে না। আর মাস গেছে, বছর গেছে, কোন পরী তোমার কখনো চোখে পড়েনি। তাই, লিলি যে সত্যি-সত্যি পরী দেখেছে এ কথা শুনলে একটু অবাকই লাগবে।

কিন্তু সত্যি-সত্যি তা-ই। এতটুকু সন্দেহ নেই। কাল রাত্রে—তখন ভোর হ'য়ে এসেছে বুঝি—লিলি বিছানায় শুয়ে হঠাৎ তার চোখ মেল্‌ল, আর দেখতে পেল—ঐ, ঠিক তার সামনে, জানলার বাইরে মস্ত একটা চাঁদ, আর তার ম্লান আলোয় ঘরের মধ্যে যেন কেউ এসে দাঁড়িয়েছে! সমস্ত পৃথিবী চুপ—একেবারে চুপ। আর তারপর কে যেন ঘরের মধ্যে কথা ক'য়ে উঠ্‌ল—এত নরম, মিষ্টি সুর, কানে কানে কথা বলছে যেন। কান পেতে শুনল লিলি, আর সেই স্বর যেন গান করে উঠল—এত মধুর সে গান, লিলির ইচ্ছে হ'ল কাঁদে। অবাক্ হ'য়ে সে ভাবলে, কে এমন ক'রে গান করছে এমন সময়। ঐ তো তার খাটের পায়ের দিকে ছোট্ট সাদা পরী—সত্যি-সত্যি পরী! লিলি চোখ রগড়ে আবার

তাকালো—ঐ তো সে দাঁড়িয়ে, ছোট্ট পরী, আর কী সুন্দর। নিজের গানের তালে-তালে দুলছে সে, আর তার হালকা পাখা ওঠা-নামা করছে—এক জোড়া জাপানী পাখা যেন। লিলি রইলো তাকিয়ে—আর একটু পরে পরী হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে জানলা দিয়ে বাইরে উড়ে চললো, মস্ত চাঁদের দিকে। আর তার গান একটু একটু ক'রে মৃদু হ'য়ে গেলো হাওয়ায় মিলিয়ে।

'ঐ যাঃ! দেখলুম তো পরী', লিলি মনে মনে বললে।

'পরী! পরী!' সে চেঁচিয়ে ব'লে উঠল। 'উঃ! কী মজা!' আর এমন খুশিতে তার মন ভ'রে উঠল যে বাকী রাতটুকু সে ঘুমোতে পারলে না—আর একটু পরেই ভোর হ'য়ে গেল।

সকালবেলা তার মনে হ'ল যে কাউকে এক্ষুণি কথাটা বলতে না পারলে সে ফেটে যাবে! তার ছিল এক ভাই, আর এক বোন, দু' জনেই ইস্কুলে পড়ছে। কত কিছু যে তারা জানতো, কত রকম কথা যে তারা বলতো, অন্ত নেই তার। লিলিকে আমলের মধ্যেই আনতো না তারা—কেননা সে নেহাৎ ছেলেমানুষ—সে যে সব বই পড়ে তাতে অনেক ছবির ফাঁকে ফাঁকে রঙ-বেরঙের বর্ণমালা বসানো—তার বেশি কিছু নয়।

'জানো', লিলি গম্ভীরমুখে বললে, 'কাল রাত্রে আমি একটা পরী দেখেছি।'

এ কথা শুনে হেসে উঠল তারা, তার ইস্কুল-পড়ুয়া ভাই আর বোন—তারা তো জানে যে আসলে পরী ব'লে কিছু নেই।

'কী, বোকা তুই', তার বোন ব'লে উঠল। 'তুই বুঝি ভাবিস সত্যি-সত্যি পরী ব'লে কিছু আছে?'

'তুই একটা আস্ত বোকা', তার ভাই এমন ভাবে কথাটা বললে যে তার পরে আর কিছু বলা যায় না!

লিলির মনে মনে একটু রাগ হ'ল। সে তো সত্যি সত্যি পরী দেখেছে—

আর এরা বলে কিনা পরী ব'লে কিছু নেই। ইস্কুলে, সে ভাবলে, কী ছাইভস্ম সব শেখায়। তার চোখ থেকে আলো নিবে গেল, আর একটি কথা না ব'লে সে চ'লে গেল পাশের ঘরে। সেখানে তার ছোট খোকা-ভাই শুয়ে আছে দোলনায়, জোড়ে পা ছুঁড়ছে, আর একদৃষ্টিতে হাতের বুড়ো আঙুলটার দিকে তাকিয়ে আছে। এত সুন্দর খোকা আর কি কোথাও আছে—লিলি তাকে কী ভালোই বাসে।
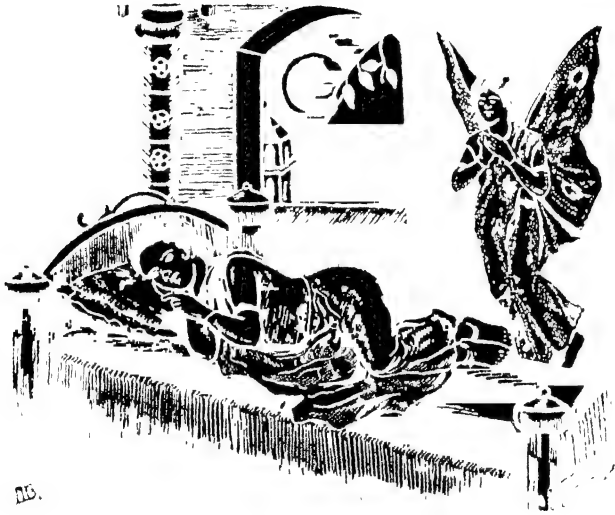
ঐ তো তার খাটের পায়ের দিকে ছোট সাদা পরী

'খোকামণি', দোলনার ধারে দাঁড়িয়ে বললে, 'আমি একটা পরী দেখেছি কাল রাত্রে।'

খোকামণি তার আশ্চর্য্য নীল চোখ বড় ক'রে খুল্‌ল; তারপর বুড়ো আঙুলটা মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে অস্পষ্ট একটা শব্দ করলে।

'খোকামণি, তুমি বলো—আমি একটা পরী দেখেছিলাম—দেখিনি ?'

মণি মাথা নাড়লে, একটা ঘড়ঘড়ে আওয়াজ বেরুলো তার গলা দিয়ে। আর লিলির চোখে ফিরে এল আলো।

যাই হোক, এর পর থেকে কাউকে আর এ কথা বলবে না সে। এ তার গোপন কথা। কাউকে সে বলবে না। ম'রে গেলেও না। আর এই যে তার নিজের একটা গোপন কথা—কী গর্ব্ব এতে, কী আনন্দ।

আর পরীরা আসে।

রোজ রাত্রে, সে যখন বিছানায় শুয়ে, লিলি পরীদের দেখে, শোনে তাদের গান, টের পায় তাদের চলাফেরা। দল বেঁধে আসে তারা, তাদের ছোট, সাদা শরীরে হাতীর দাঁতের আভা, যেন গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল বসন্তের হাওয়ায় দুলছে। ঘর ভ'রে যায় ছায়ায় আর গুঞ্জনে; পায়ের আঙুলের উপর ভর দিয়ে তারা নাচে—এত তাড়াতাড়ি যে তাকিয়ে থাকতে থাকতে লিলির নিঃশ্বাস যেন আটকে আসে। আর বাতাস ভারী হ'য়ে ওঠে তাদের চুলের গন্ধে, আর রাত্রি কেঁপে কেঁপে ওঠে তাদের গানের আর হাসির শব্দে। 'যদি ওদের সঙ্গে ছুটতে পারতুম আমি!' লিলি মনে মনে ভাবে, কিন্তু তবু সে চুপ ক'রে শুয়ে থাকে, একেবারে চুপ, যেন একটু নড়াচড়া করলেই এই যাদু যাবে ভেঙ্গে; বড় বড় চোখে সে তাকিয়ে থাকে পরীদের দিকে, স্বপ্নের মধ্যে যেন; তার মনের মধ্যে উথলে ওঠে এই কথা—কেন সে তাদের একজন হ'তে পারল না! আর পরীরা আসে, রাত্রির পর রাত্রি।

লিলির সঙ্গে যদি তোমার দেখা হ'ত দিনের বেলায়, তা হ'লে মোটেও তার গোপন-কথা আঁচ করতে পারতে না। এমন মনে হ'ত না যে তার মধ্যে বিশেষ কিছু আছে। ফুটফুটে, ছোট্ট একটি মেয়ে, তার বেশি কিছু নয়। তার দাদাদিদির কাছে তাও মনে হ'ত না, এমন কি। পরীদের নিয়ে তারা তাকে ঠাট্টা করত না পর্য্যন্ত। তারা নিজেদের মধ্যে কথা বলত সূর্য্যগ্রহণ আর জেব্রুর

রাত্রি আর এমনি সব ভীষণ জিনিস নিয়ে। লিলি রইত আলাদা, তার গোপন-কথা নিয়ে একা। ব'য়ে গেছে, সে ভাবত, চাঁদের ছায়াই সূর্য্যের উপর পড়ুক, কি সূর্য্যের ছায়া পৃথিবীর উপর, ভারী ব'য়ে গেছে তাতে, পরীরা তো আছে। পরীরা তার, তার একলার। হাসিতে তার দুই চোখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো, যেন নিজেরাই তারা সূর্য্য আর চাঁদ। তেমন কেউ কাছাকাছি থাকলে হয় তো তাকে ধ'রে ফেলতো, কিন্তু তার দাদা আর দিদি মোটেও কিছু লক্ষ্য করলে না—মস্ত বড় বড় ভাবনা নিয়ে তারা ব্যস্ত।

রোজ রাত্রে পরীরা এসে নাচে আর গান করে—এমনি করতে করতে একদিন লিলির ইস্কুলে যাবার সময় হ'ল। তার ছোট ছোট আঙুলে লাগলো কালির ছোপ, বিদ্যের টুকরোতে ছোট মাথাটি ত ভ'রে উঠতে লাগলো। যথা সময়ে সে জানলে কেন এমন মনে হয় যে চাঁদ বাড়ে আর কমে (কেননা সত্যি সত্যি তো আর চাঁদ বাড়ে-কমে না); তাকে প্রমাণ ক'রে বুঝিয়ে দেওয়া হ'ল যে একটা মাঠের ভিতর দিয়ে চলে যাওয়ার চাইতে মাঠটা ঘুরে গেলে বেশি হাঁটতে হবে; সে জানলে যে পেরুর রাজধানী লিমা, আর $a^2-b^2=(a+b)\times(a-b)$ যার মানে, ৫ = (৩+২) ×(৩−২) যার মানে ৫=৫, যে কথা বোধ হয় না বললেও চলে। এমনি অনেক সব জিনিস শিখতে শিখতে ক্লাশ থেকে ক্লাশে সে উঠতে লাগলো; তার পর এমন সময় এলো যখন তার মনে হ'ল সে নিশ্চয়ই এতদিনে বড় হ'য়ে উঠেছে। এরই মধ্যে সে সাড়ী পরতে আরম্ভ করেছে, আর খোঁপা বাঁধতে। সত্যি, মস্ত বড় সে হ'য়ে উঠেছে। কত জিনিস নিয়ে সে ব্যস্ত—প্রায়ই সিনেমায় যায়, এত বেশি আইস-ক্রীম খায় যে মাঝে মাঝে পেট ব্যথা করে। গ্রেটা গার্বোর নাম বলতে সে পাগল; দু'মাসে একবার তাকে চিঠি লেখে একখানা সই-করা ফটোগ্রাফের জন্য। এমনি ছ'বার চিঠি লেখার পর একদিন সত্যি-সত্যি ছবি এলো। সেই রাত্রে সে ঘুমোতে পারলে না, এত আনন্দ তার মনে।

পরীরা আর আসে না। কোথায় হারিয়ে গেলো তারা; গেলো মিলিয়ে,

লিলি টেরও পেলো না। যেন তারা কখনো ছিলো না। আর লিলির তাদের কথা একবার মনেও পড়লো না—সে ব্যস্ত সিনেমা নিয়ে, আর সে ম্যাট্রিকুলেশন দেবে কি জুনিয়ার কেম্ব্রিজ দেবে, এই ভাবনা নিয়ে।

এদিকে লিলির সেই খোকা-ভাই দস্তুর মত খোকাবাবু হ'য়ে উঠেছে—গোলাপী তার গাল, আর ঠিক লিলির মত তার চোখ। তাকে আর কেউ খোকামণি বলে না শুধু মণি বলে। লিলি আর ওর সঙ্গে অত মাখামাখি করে না—কেননা ও তো নেহাৎ ছেলেমানুষ, আর সে দস্তুরমত ভদ্রমহিলা। অবিশ্যি মাঝে মাঝে যখন ঝোঁক আসে, সে আদর করে ওকে নিয়ে, লক্ষ্মী-সোনা বলে, গল্প বলে বই থেকে। কিন্তু সে খুব বেশি নয়। মণিরও যেন একা থাকতেই বেশি ভালো লাগে। ঠাণ্ডা ছেলে, সে এক কোণে ব'সে চুপচাপ তার ছবির বই নিয়ে খেলা করে, যখন খুশি পাতা ছেঁড়ে, একটা মস্ত, ভোঁতা পেন্সিল কোথায় যেন কুড়িয়ে পেয়েছিলো—হিজিবিজি আঁকে তা-ই দিয়ে। ঘরের মধ্যে যে অন্য কেউ আছে, সে খেয়ালই নেই তার। মাঝে মাঝে নিজের মনেই সে কথা বলে। কেমন একটু অদ্ভুত ছেলে, এই মণি।

এক দিন সকালে মণির নীল চোখে একটা আলো জ্বলে উঠলো; লিলি যখন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল বাঁধছে, ও এলো কাছে, লিলির দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে চুপ ক'রে রইলো।

'কি রে, মণি?' লিলি বললে, একটু তীক্ষ্ণস্বরে। 'সময় নেই, ইস্কুলের বাস্ এসে পড়লো ব'লে।'

'ছোড়-দি,' একটু ভয়ে মণি বললে, 'আমি একটা পরী দেখেছি কাল রাত্রে।'

'পরী!'

'পরী', মণি আবার বললে।

'এখন রাখ ও-সব বাজে কথা। ছাখ তো খুঁজে, আমার চুলের কাঁটাটা পাস্ কিনা। চুলের কাঁটা, ও চুলের কাঁটা, তুমি কোথায় লুকোলে? এক

দিন এই কাঁটাগুলোর জ্বালায় আমি পাগল হ'য়ে যাবো। যাঃ—ঐ তো বাস্ এসে পড়লো।'

লিলি ছুটে বেরিয়ে গেলো, মণির দিকে একবার তাকালোও না। আর মণির নীল চোখ থেকে হঠাৎ যেন আলো ম'রে গেলো।

কিন্তু সেই রাত্রে বিছানায় শুয়ে লিলির মনে তা ফিরে এলো। মণি পরী দেখছে, তা-ই তো বললে। সে, সে-ও তো একদিন, এক সময় ··· টন্‌টন্ ক'রে উঠলো তার বুক, অনেক রাত পর্য্যন্ত জেগে রইলো, কী ভাবলে নিজেই বুঝতে পারলে না। আকাশে চাঁদ, ঘরের মধ্যে অন্ধকার হালকা। লিলি তাকিয়ে রইলো—তাকিয়ে রইলো। কী যেন নড়ে উঠলো, লাফিয়ে উঠলো তার বুক। বুঝি—? না—চোখ টান ক'রে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার চোখে জল এসে পড়লো—কিছু না। চাঁদ ঠিক তার জানালার বাইরে এসে দাঁড়ালো, সমস্ত ঘর আধো-আলোয় এলোমেলো। লিলি তাকিয়ে রইলো, প্রতীক্ষায় রুদ্ধশ্বাস—কই, কিছু না। কিছু না। আর আসে না পরীরা।

আর ভোরের দিকে চোখ ফিরিয়ে এনে বালিসের উপর মুখ চেপে ধরলো। হঠাৎ তার বুক ভেঙে নামলো কান্না ; ভাঙা-ভাঙা গলায় সে ব'লে উঠলো, কেন, কেন, তোমরা আমায় ছেড়ে গেলে ?'

# জন্মদিনের উপহার

## প্রথম দৃশ্য

রাণী। (টেলিফোনে) হ্যালো?

সুষমা। (তারের অন্য প্রান্ত থেকে) এই, রাণী—

রাণী। আপনি কে?

সুষমা। চিন্‌তে পারছিস্ না?

রাণী। আরে, সুষমা! ভালো—তোর সঙ্গে কথা ছিলো একটা। শোন্—

সুষমা। আগে আমার কথা শোন্। আমাকে একটা বিষয়ে সাহায্য করতে পারিস্?

রাণী। তুই এমন ক'রে কথা বলছিস্ যেন আমি একটা বিপন্ন-ত্রাণ-সমিতি, কি ঐ গোছের কিছু।

সুষমা। ফাজলেমি রাখ্—শোন্। আজ নেলির জন্মদিনের নিমন্ত্রণে যাচ্ছিস্ নিশ্চয়ই?

রাণী। তুই যাচ্ছিস্ না?

সুষমা। যেতে তো হবেই, সবাই যাচ্ছে। এখন সমস্যাটা—সব চেয়ে ভয়ানক, ঘোরতর, অ-স-হ-নী-য় সমস্যাটা হচ্ছে এই যে—

রাণী। যে—?

এইটে ভারী সুন্দর—না?

সুষমা। কী প্রেজেন্ট্ নেয়া যায়? তুই ভেবেছিস্ নাকি কিছু?

রাণী। তুই ভেবেছিস্?

সুষমা। কেবল তো ভাব্‌ছিই। ভাবতে ভাবতে ভাবতে ভাবতে এখন

মনে হচ্ছে ঠিক পাগল হয়ে যাবো।

রাণী। ঠিক, আমার ও ঠিক তা-ই।

[ একটু চুপচাপ ]

সুষমা। শোন্, রাণী।

রাণী। বল্।

সুষমা। সেই জন্যই ডাকলুম তোকে। তুই কি কিছু ভাবতে পারিস্ নে?

রাণী। আমি কতগুলো বলছি শোন্। প্রথমে, ধর্, সেই নতুন ধরণের পার্কারের পেন্সিল—ওরা বলে আইডিয়াল গিফ্ট—

সুষমা। হ্যাঁ, সেটা তো আছেই। আর সেই আসল মরক্কো চামড়ার হ্যাণ্ড্ব্যাগ; আর সেই ফরাসী এসেন্স্ যার নামটা উচ্চারণ করা ভীষণ শক্ত; আর বাফ্ রঙের সিল্কের মোজা; আর সেই ভয়ানক রকম উঁচুদরের চিঠির কাগজের বাক্স—ও-সমস্তই আমি ভেবে রেখেছি।

রাণী। কিছু ঠিক করতে পারলি নে?

সুষমা। তোর কি মনে হয় না সবগুলোই নিতান্ত সাধারণ—এমন সব জিনিস যার কথা যে-কোনো লোকের মনে হ'তে পারে? আর সাধারণ কিছু করতে ভারী বিশ্রী লাগে আমার।

রাণী। ভেবে দেখ সুষমা, সব জিনিসই তো সাধারণ।

সুষমা। তোর পায়ে পড়ি, রাণী, মিস্ বিশ্বাসের মত ক'রে কথা বলিস্ নে।

রাণী। তার চেয়েও খারাপ ক'রে কথা বলা যায়।

সুষমা। দুঃখিত। জানতুম না, তুই মিস্ বিশ্বাসের চেলা।

রাণী। যা-ই হোক্, তুই অসাধারণ কী জিনিসটার কথা ভাবলি, শুনি?

সুষমা। তা যদি ভাবতে পারতুম তা হ'লে আর তোকে টেলিফোন করতুম না।

রাণী। একটা ফুলের তোড়া নিলে কেমন হয় ?

সুষমা। কি বল্‌লি ? ফুল ?

রাণী ! শোন্‌। বইয়ে পড়িস্‌ নি যে উপহার হবে এমন জিনিস যা সাধারণ, সুন্দর, আর যা কোন কাজে লাগে না ?

সুষমা। কাজে লাগলে কি দোষ ?

রাণী। বুঝছিস্‌ না—যে-সব জিনিস কাজে লাগে, সব কেমনতর বিশ্রী যেন—যেমন ষ্টোভ্‌, সস্‌প্যান—ঐ সমস্ত জিনিস। উপহার হবে এত সুন্দর যে তা কোনই কাজে লাগে না, বুঝতে পারছিস্‌ ? উপহার হবে ফুলের মত। সত্যি, ফুলের তোড়ার মত উপহার আর নেই। বেজায় সস্তা তা ছাড়া।

সুষমা। উঃ, রাণী, কি ক'রে ও-কথাটা বলতে পারলি ?

রাণী। তা ছাড়া এমন ঘোরতর সেকেলে যে সবাই চমকে উঠবে।

সুষমা। এটা বলেছিস্‌ ঠিক।

রাণী। কি একটা বইও নিতে পারিস্‌। বই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ উপহার, বইয়ের মত কিছু আর নেই। লোকে এক পাতা পড়ে, একটু হাসে, আর যে দিয়েছে তার কথা ভাবে। সব চেয়ে ভালো সুভেনির। তুই যে একটা বই দিবি তা অবিশ্যি কেউ ভাববে না—সবাই অবাক্‌ হ'য়ে যাবে।

সুষমা। তোর কথা খানিকটা ঠিক তা মানতেই হবে। আশ্চর্য্য, ফুলের তোড়া কি বই—এ-সব তো চোখের সামনেই রয়েছে। আগে ভাবি নি কেন ?

রাণী। চোখের সামনে রয়েছে ব'লেই চোখে পড়ে নি বোধ হয় ?

সুষমা। যা-ই হোক্‌, অনেক ধন্যবাদ তোকে। কী মুস্কিলে যে পড়েছিলাম তুই বুঝবি নে।

## দ্বিতীয় দৃশ্য

[ পনেরো মিনিট পর ]

সুষমা। কী ব্যাপার, বীণা ?

বীণা। সুষমা, আজ যে নেলির জন্মদিনের পার্টি !

সুষমা। তা'তে কি হয়েছে ?

বীণা। ভাবছিলাম, কী প্রেজেন্ট্ নিলে ভালো হবে।

সুষমা। এত ভাবিস্ কেন ? যে কোনো জিনিস দিলেই তো চলে।

বীণা। তা-ই মনে করিস্ যদি—

সুষমা। আমি তো তা-ই মনে করি।

বীণা। আমি করি নে। উপহার একজনের শিক্ষা ও রুচিকে প্রকাশ করে।

সুষমা এ-সব কথা তোর মাথায় কে ঢোকায় বল্ তো ?

বীণা। আমার যা মনে হয় তা-ই বললুম। আজ সমস্ত সকালটা আমি 'লেডীজ্ হোম্ জর্নলের' পাতা উল্‌টিয়ে কাটিয়েছি। বিজ্ঞাপনের মধ্যে সত্যি-সত্যি নতুন কিছু একটা পেয়ে যাবো, মনে মনে এই আশা ছিলো। কিন্তু যত জিনিস দেখলুম সব হয় একেবারে বাজে, নয় এমন দাম যে ছোঁয়া যায় না। আমি যে কী করবো কিছু ভেবে উঠতে পারছি নে।

সুষমা। শোন্, বাড়ী থেকে বেরিয়ে প্রথম যে দোকানটা চোখে পড়ে তাতে ঢুকে প্রথম যে জিনিসটা চোখে পড়ে সেটা কিনে আন্।

বীণা। এখন এ সব ফাজলামি ভালো লাগছে না মোটেও। কী অবস্থা, তা যদি জানতিস্ ! সকাল থেকে এ পর্য্যন্ত দাদার সঙ্গে তিনবার ঝগড়া করেছি।

সুষমা। এত হৈ-চৈ করবার কী আছে? যা-ই বল্ না—যে দেয়, উপহারকে সে-ই তো দামী করে।

বীণা। দেখ্, দয়া ক'রে বইয়ের মত কথা বলিস্ নে। বুঝিস্ না কেন?

সুষমা। বুঝি বইকি। কি করবি তা-ও ব'লে দিচ্ছি। একটা ফুলের তোড়া নিয়ে যা, কি একটা বই। ফুলের তোড়ার মত উপহার আর কিছু নেই—বই ছাড়া। এমন চমৎকার সেকেলে। আর কারো মাথায় আসবে না। ও ছাড়া পৃথিবীতে আর তো কিছু দেখি নে যা নতুন মনে হ'তে পারে।

বীণা। তা কখনো ভাবি নি তো।

সুষমা। ভেবে দেখ্ একবার। ফুল কোন কাজেই লাগে না—সেটাই তার বিশেষত্ব। আর একটা বই—একটা সত্যিকারের ভালো বই—নেলি যখনই তা খুলবে, ওর মনে হবে তুই ওর সঙ্গে আছিস্। যদি এটা চাস্ যে তোর বন্ধু তোকে মনে রাখুক তা হ'লে একটা বই দে।

বীণা। বই! বই-ই তা হ'লে দেবো। বাঁচলাম। তুই আমাকে বাঁচালি, চিরকাল তোর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো।

## তৃতীয় দৃশ্য

[ আরো দশ মিনিট পরে ]

বীণা। আমি বুঝতে পারি নে, রাণী, এ নিয়ে তুই এত ভাবছিস্ কেন?

রাণী। এ তো ভাবনারই বিষয়। আর, তোকে বলবো কি—আমি এমন ভাবছি, বসে-বসে ভাবছি আর ভাবছি, তবু যদি একটা কিছু পেতাম যা সত্যি-সত্যি—

বীণা। সত্যি-সত্যি কী?

রাণী। সত্যি-সত্যি অসাধারণ—বুঝলি নে?

বীণা। পৃথিবীতে অসাধারণ ব'লে কী আছে, জানি নে।

রাণী। তুই কি সমস্ত জীবন বোকার মত কথা ব'লে কাটাবি ?

বীণা। দুঃখিত। বুদ্ধিমানের মত এখন কী করতে পারি তা-ই বল্।

রাণী। আজ সমস্তটা সকাল আমি ভেবেছি একটা রূপোয় বাঁধানো আয়না নেবো কি সেই রঙিন বীডের মালা। তুই বলতে পারিস্, কোন্‌টা ভালো হবে ?

বীণা। কোনোটাই নয়।

রাণী। তুই কি বলিস্ ?

বীণা। ও-সব আয়না আর বীড দিয়ে কী হবে—ও-সব জিনিস নেলির এত আছে যে রাখবার জায়গা নেই।

রাণী। ঠিক ও-কথা ভেবেই তো এতক্ষণ যন্ত্রণা ভোগ করছি। উঃ—কী করি ? কী করি ?

বীণা। শোন্, একটা বই নিয়ে যা।

রাণী। একটা বই !

বীণা। কি ফুলের তোড়া একটা।

রাণী। কী যা-তা বলছিস্ !

বীণা। শোন্, যত জিনিসের কথা তুই ভেবেছিস্, বা ভাবতে পারিস্, বইয়ের মত কোনটাই নয়। ভেবে দেখ্, কেউ সেটা আশা করবে না।

রাণী। বাজে বকছিস্ কেন ?

বীণা। কি একটা ফুলের তোড়া। এমন নিষ্প্রয়োজন—

রাণী। তুই চুপ করবি কি না বল্ !

## চতুর্থ দৃশ্য

সন্ধ্যা! নেলির জন্মদিনের পার্টিতে তিন বন্ধুর দেখা হয়েছে। ঘরের কোণে একটা টেবিলে প্রেজেন্ট্‌গুলো সব পরিপাটি ক'রে সাজানো। রাণী এসে টেবিলটার ধারে দাঁড়ালো, জিনিসগুলো দেখতে লাগ্‌লো। নেলির ছোট বোন বাবলি তার পাশে দাঁড়িয়ে। একটু পরে বীণা আর সুষমাও সেখানে এলো।

রাণী। সুষমা, তোর প্রেজেণ্ট্‌ কোন্‌টা?

বাবলি। (তাড়াতাড়ি নতুন ধরণের একটা পার্কারের পেন্সিল দেখিয়ে) এইটে; ভারী সুন্দর—না?

সুষমা। (তাড়াতাড়ি) রাণী, তোর?

বাবলি। (এক জোড়া বাফ্‌ রঙের সিল্কের মোজা দেখিয়ে) বাফ্‌ রঙের মোজা দিদির ভারী পছন্দ।

রাণী। আর বীণার কোন্‌টা?

বাবলি। (রূপোয় বাঁধানো একটা আয়না দেখিয়ে) চমৎকার আয়নাটা।

[সবাই এক সঙ্গে]

রাণী। কিন্তু আমি ভেবেছিলুম, বীণা—

বীণা। সুষমা, তুই না বলেছিলি—

সুষমা। রাণী, তোর সেই বই—

তিন জনাই হঠাৎ থেমে গেলো। প্রত্যেকেই এ ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগ্‌লো। খানিকক্ষণ পরে সকলের মুখে একটা কৌতুকের হাসি খেলে গেল।

# সেকেণ্ড পণ্ডিত

'ঐ টিকিওলা ভদ্রলোককে দেখছিস্—ঐ যে সাদা চাদর গায়ে—

'দেখছি তো।'

'তাঁকে গিয়ে বল্, পণ্ডিত মশাই, আমরা একটু বাইরে যাবো, দরোয়ানকে বলে দিন্ না একটু।' বলে নির্ম্মল আমাকে একটা ঠেলা দিলে।

ইস্কুলে নতুন ভর্ত্তি হয়েছি—তা-ও বড় হ'য়ে উপরের ক্লাশে। ইস্কুলের হাল-চাল কিছুই জানিনে। নির্ম্মলের কথাটা ঠিক বুঝতে না পেরে বললুম, 'মানে?'

নির্ম্মল বললে, 'উনি হচ্ছেন সেকেণ্ড পণ্ডিত। পণ্ডিতমশাই বলে ডাকলে বেজায় খুশি হন্।'

সেকেণ্ড পণ্ডিতকে চিনতুম না। নিচের ক্লাশে উনি পড়ান। অত্যন্ত সাদাসিধে, হাবাগোবা ভালোমানুষের মত দেখতে। বুঝতে পারলুম, একে নিয়ে সমস্ত ইস্কুলের ছেলেরা মজা করে থাকে। কড়া মাষ্টারের কাছে ছেলেদের যেমন বুক কাঁপে, নিরীহ গোছের কাউকে পেলে ষোল আনা উস্মুল করে নেয় তা কে জানে? নির্ম্মল কোনরকম ফন্দি আটছে কিনা তা বোঝবার জন্য ওর মুখের দিকে তাকালুম।

নির্ম্মল বললে, 'যা না, একটু পরেই তো ঘণ্টা পড়বে।'

টিফিনের ছুটিতে ছেলেদের বাইরে বেরোবার নিয়ম নেই, তবে উপরের ক্লাশের ছেলেরা কোনো মাষ্টারের অনুমতি নিয়ে বেরোতে পারে। আমি বললুম, 'তুই নিজেই যা না।'

'পাগল! ওর কানমলা খেতে খেতে ক্লাশ থ্রী থেকে এই এতদূর উঠেছি। ডাব দি গ্রেট!'

'কী?'

'ডাব—ডাব জানিস্‌নে?'

'যা খায়?'

পণ্ডিতমশাই, আমরা একটু বাইরে যেতে পারি?

নির্ম্মল হেসে উঠলো—'হাঁ, তুইও দেখছি তাই।'

আমি লজ্জিত হলুম, আমার স্বভাবটা ছিলো লাজুক গোছের—ছেলেদের নানারকম খেলা দুষ্টুমি বা আমোদে যোগ দিতে পারতুম না। পরে অবিশ্যি জেনেছিলুম ইস্কুলের প্রত্যেক ক্লাশের প্রত্যেকটি ছেলের কাছে আমাদের সেকেণ্ড পণ্ডিত ডাব দি গ্রেট বলে পরিচিত। এঁর সম্বন্ধে বছরের পর বছর এত

মজার গল্প জমে উঠেছে যে তাঁর নাম উঠলেই ছেলেরা হেসে গড়াগড়ি দেয়। চৈতন্যবাবু সবই জানেন, সবই বোঝেন, তবু সব সহ্য করেন। কড়া হ'তে চেষ্টা করেন, পারেন না। খুব নরম হ'য়ে দেখেন, তাতে ছেলেরা আরো সুবিধে নেয়। কী তাঁর দোষ ভেবে পান্ না। বুঝতে পারলে নিশ্চয়ই শুধরে নেবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতেন।

আমি তাঁর কাছে গিয়ে বললুম, 'পণ্ডিতমশাই, আমরা একটু বাইরে যেতে পারি।'

তিনি যেন একটু চমকে উঠে আমার মুখের দিকে তাকালেন। বুঝতে পারলুম আমি যে এমন বিনীতভাবে তাঁর সঙ্গে কথা বলছি, এতে তিনি মনে মনে অবাক্ হয়েছেন। তাড়াতাড়ি ব'লে উঠলেন, 'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। আমি বলে দিচ্ছি। তুমি আর কে—?'

'নির্ম্মল।'

'নির্ম্মল? ও—' কী বলতে গিয়ে তিনি যেন থেমে গেলেন। তারপর আস্তে বললেন, 'দ্যাখো নবীন, তুমি খুব ভাল ছেলে বলে শুনিছি।'

এ কথার উপর আমার কিছু বলা সাজে না।

'পড়াশুনো করো তো মন দিয়ে?'

'একটু একটু করি তো।'

'দ্যাখো, তোমার মত ছেলেই আমাদের আশা-ভরসা। তুমি যদি সব রকম ছেলের সঙ্গে মেলামেশা করো—তা এখন বেরিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরবে তো?'

মনে মনে আমি হাসলুম। তা ছাড়া, ভালো ছেলে ব'লে মনে একটু গর্ব্ব ছিলো, কেউ কিছু বললে ভাল লাগতো না। বললুম, 'না স্যার ঐ যে ওখানে একটা দোকান আছে, সেখানে গিয়ে একটা লেমনেড খাবো।'

'আচ্ছা যাও, যাও', চৈতন্যবাবু ভয়ে ভয়ে বলে ফেললেন, 'লেমনেড

খাবে—সে তো ভালই, রোদ্দুরে ঘোরাঘুরি করো না, তাতে শরীরও তো খারাপ হয়। এই দরোয়ান, এদের দু'জনকে বাইরে যেতে দাও।'

চৈতন্যবাবুর কথা বলার ধরণেই কী একটা ছিলো, যাতে হাসি পায়। তার উপর সেই সেকেলে টিকি আর চটি।

কিছুদিনের মধ্যে আমাদের হেড-পণ্ডিত রিটায়ার করলেন এবং চৈতন্যবাবু এলেন আমাদের সংস্কৃত পড়াতে। সমস্ত ইস্কুলে যে নাম তিনি অর্জ্জন করেছেন, তার মানে তখন বুঝতে পারলুম। ছেলেরা এমন বাঁদরামি করতো যে আমি চৈতন্যবাবু হ'লে নিশ্চয়ই কেঁদে ফেলতুম। কিন্তু তখন আমার মজাই লাগতো—যদিও আমি নিজে কিছু করতুম না। চুপ করে বসে দেখতুম ও শুনতুম। সবগুলো ছেলে মিলে এমন একটা কাণ্ড করতো যে আমার চুপ করে থাকলেও চলতো; তা ছাড়া, ছেলেবেলায় ইস্কুলে পড়িনি বলে ও-সব জিনিস আমার মোটেও আসতো না। সংস্কৃত পড়া যা হ'তো ঈশ্বর জানেন, ও পিরিয়ড আমাদের সকলের পক্ষেই ছিল মজার ঘণ্টা।

আমি চুপচাপ থাকতুম ব'লে চৈতন্যবাবু আমার উপরই যা একটু প্রসন্ন ছিলেন। মনে মনে তিনি যেন জানতেন যে আমি দলের বাইরে। সেইজন্য মাঝে মাঝে আমাকে ডেকে নিয়ে গম্ভীরমুখে নানারকম কথাবার্ত্তা বলতেন। মুখে আমি সায় দিয়ে যেতুম, কিন্তু মনে আমার ভীষণ হাসি পেতো।

একদিন হলো মজার চরম। আমাদের ক্লাশ-টিচার হিমাংশুবাবুকে আমরা বড় ভয় করি। ঘণ্টা বাজবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা গুটি তিরিশ ছেলে যে যার জায়গায় দিব্যি ভদ্রলোকের মত বসেছি, একটু পরে—ওমা রোল-কলের খাতা হাতে নিয়ে টিকি দোলাতে দোলাতে চৈতন্যবাবুর প্রবেশ। কেমন করে সেটা হ'লো জানিনে, কিন্তু তিনি ঢোকবার সঙ্গে-সঙ্গে হঠাৎ অট্টহাসির রোল উঠলো। চৈতন্যবাবু চেয়ারে বসে ডেস্কের উপর কয়েকটা বাড়ি মারলেন, কিন্তু হাসি থামে না। কয়েকবার বললেন, 'এই, চুপ। চুপ করো তোমারা' তবু

নানারকম আওয়াজ হ'তে লাগলো। তখন তিনি যদ্দুর সম্ভব চেঁচিয়ে বললেন, 'এই, boys! চুপ।'

হঠাৎ নির্ম্মল উঠে দাঁড়িয়ে অনেকখানি জিভ কেটে ফেললে; স্যার আপনি যে!'

'চুপ করে বোসো সব, নাম ডেকে ফেলি!'

'এটা হিমাংশু বাবুর ঘণ্টা স্যার।'

'হিমাংশু বাবু আসেন নি।'

'ও আপনি ইংরিজী পড়াবেন বুঝি, স্যার?'

চৈতন্য বাবু মুখ গম্ভীর করে নাম ডাকতে আরম্ভ করলেন, 'অমিয়জীবন মুখোপাধ্যায়'—হঠাৎ পিছনের বেঞ্চি থেকে আওয়াজ এলো 'ম্‌'্যাও।'

লাল হয়ে উঠলো চৈতন্য বাবুর মুখ। অনেক কষ্টে চোখ তুলে ডাকলেন, 'অমিয়।'

'স্যার?' অতিশয় সুবোধ বালকের মত অমিয় তৎক্ষণাৎ উঠে

'এটা কি উচিত হয়েছে?'

'কী, স্যার?'

'এই যে ও-রকম করলে?'

অমিয় অভিমানের সুরে বললে, 'আমি কিছু করিনি, স্যার, তবু যদি আপনি আমাকে শাস্তি দিতে চান, বেশ। দাঁড়াবো বেঞ্চির উপর? আচ্ছা।' বলে সে আধখানা পা বেঞ্চির উপর তুলে দিলে।

চৈতন্য বাবু তাড়াতাড়ি বললেন, 'না, তোমায় দাঁড়াতে হবে না। বোসো, বোসো।' অমিয় বসে পড়ে মাথা নীচু করে এমন চুপ করে রইলো, যেন ছবি। নাম ডাকা চলতে লাগলো। একটু পরে হঠাৎ আবার 'ম্যাও-ও-ও!' আর অন্য কোণ থেকে এলো জবাব; 'ঘেউ-ঘেউ!' সমস্ত ক্লাশ হেসে উঠলো। আমরা

ভালো ছেলেরাও দু'হাতে মুখ লুকিয়ে যতটা পারলুম কম শব্দ করে হাসতে লাগলুম।

চৈতন্য বাবু পাথরের মত দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, 'তোমরা যদি ও-রকম করতে থাকো আমাকে হেড মাষ্টারের কাছে গিয়ে বলতেই হবে।'

প্রভাত তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, 'না স্যার বলবেন না। এই হাত জোড় করছি স্যার, দোহাই স্যার, আপনার পায়ে পড়ছি স্যার, হেড মাষ্টারের কাছে গিয়ে বলবেন না।'

চৈতন্য বাবু কট্‌মট করে তাকিয়ে বললেন, 'ফাজলেমি করছো ?'

'আজ্ঞে না স্যার।'

'এদিকে এসো।'

'আজ্ঞে ?'

'এদিকে এসো।'

'যাচ্ছি স্যার।' বলে প্রভাত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

'কই এলে না।'

যেন সে কতই ভয় পেয়েছে, এই রকম মুখের চেহারা করে প্রভাত বললে, 'এবার ক্ষমা করুন, স্যার।'

'ও, রকম আর করবে ?'

'না, স্যার, আর কক্ষণো করবো না স্যার। কোনোদিন করবো না, মরে গেলেও করবো না।'

'আচ্ছা বসো।'

এর পর নাম-ডাকা শেষ হ'লো। তারপর চৈতন্য বাবু বললেন, 'আজ তোমাদের কী পড়া রয়েছে ?'

নির্ম্মল বললে, 'পোইট্রি, Ancient Mariner এই যে—' বলে পরম আগ্রহে তার বইখানা তাঁর দিকে বাড়িয়ে দিলে।

চৈতন্যবাবু বইখানা খুলে খানিকক্ষণ গম্ভীর মুখে সে-দিকে তাকিয়ে রইলেন তারপর আস্তে আস্তে বললেন 'Now—let us begin নির্ম্মল তুমি বোর্ডে এসো ?

'স্যার', নির্ম্মল তড়াক করে লাফিয়ে উঠল।

'বোর্ডে গিয়ে এর ফার্ষ্ট ষ্ট্যাঞ্জাটা লেখোতো।'

ও-সব হ'য়ে গেছে, স্যার। আজ থার্ড পার্ট আরম্ভ হবার কথা।'

'আমি যা বলছি, তা-ই তুমি করো।'

নির্ম্মল বোর্ডে গেল, তারপর ঘষ-ঘষ করে লিখে ফেললো :—

I was the—ডাব the Great.
And he calleth one of three,
By the long টিঁকি, O ডাব-the-Great,
Now wherefore calleth thou me ?

ছেলেদের হো-হো হাসির শব্দে চৈতন্য বাবু ফিরে তাকিয়ে দেখলেন, নির্ম্মল ফস্ ক'রে সমস্ত লেখাটা মুছে ফেলছে। 'কী লিখেছিলে ?' বলতে তার গলা কেঁপে গেলো।

নির্ম্মল চুপ করে রইলো।

'ওরা হাসলো কেন ?' চৈতন্যবাবু প্রায় চীৎকার করে উঠলেন।

নির্ম্মল অপরাধীর মত বললে, 'আজ্ঞে ভুল লিখেছিলুম—তা-ই দেখে ওরা হাসলো।'

'বেশ, আবার লেখো তাহ'লে।'

'নির্ম্মল খড়ি হাতে নিয়ে চুপ ক'রে রইলো।'

'কী হ'লো ?'

'মনে নেই, স্যার।'

'যেটুকু মনে আছে তা-ই লেখো।'

'কিছু মনে নেই।'

'আচ্ছা, যাও।—তোমরা—তোমরা কেউ বোর্ডে আসবে?'

অমনি এক সঙ্গে ছ'সাত জন চেঁচিয়ে উঠলো, 'আমি, আমি স্যার! আমি, আমি।'

আবার ক্লাশের মধ্যে গোলমাল। কী করে বা থামানো যায়, আর কিছু ভেবে না পেয়ে চৈতন্যবাবু বললেন, 'আচ্ছা, বই থাক্; তোমরা কয়েকটা ট্রান্সলেশন করো। নির্ম্মল তুমি যাও, বসো গে।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই'। প্রভাত তাড়াতাড়ি তার রাফ্ খাতাটা কাছে টেনে নিয়ে পেন্সিলটা বাগিয়ে ধরলে 'বলুন, স্যার, ট্রান্সলেশন।'

চৈতন্যবাবু একটু ভেবে বললে, 'দাঁড়াও বোর্ডে লিখে দিচ্ছি।'

অনেক ভেবে-চিন্তে, অনেক সময় নিয়ে চৈতন্যবাবু বোর্ডের উপর গুটি পাঁচ-সাত লাইন ট্রান্সলেশন লিখলেন। কিন্তু এদিকে সমস্ত ক্লাশ চাপা হাসিতে ভেঙে পড়ছে—পাছে মজাটা নষ্ট হ'য়ে যায়, এই ভয়ে জোরে হাসতে পারছে না। সামনের বেঞ্চিতে বসে নির্ম্মল নিবের ডগায় কালি তুলে নিয়ে চৈতন্যবাবুর জামায় অবিশ্রান্ত ছিটিয়ে দিচ্ছে। দেখতে-দেখতে তাঁর সাদা সার্টের সমস্ত পিছনটা একেবারে নীল হ'য়ে উঠলো।

লেখা শেষ করে হাত ঝাড়তে-ঝাড়তে তিনি বললেন, 'Now begin সবাই নিয়েছো লিখে?'

'নিয়েছি, স্যার,' বলে নির্ম্মল কায়দা করে আর এক ঝলক কালি ছিটিয়ে দিলে।

চৈতন্যবাবু একটু নিশ্চিন্ত হ'য়ে চেয়ারে বসতে যাবেন, এমন সময় প্রভাত হঠাৎ ডেকে উঠলো, 'স্যার, স্যার।'

'গোলমাল কোরো না, কাজ করো।'

'স্যার আপনার জামার পিছনটা ও-রকম হ'লো কী ক'রে ?'

চৈতন্যবাবু এক লাফে উঠে দাঁড়ালেন, তারপর জামার পিছনটা দেখে মাথায় হাত দিয়ে আবার বসে পড়লেন। তাঁর মুখ ছাইয়ের মত ফ্যাকাশে হয়ে গেলো।

নির্ম্মল বললে, 'ছি-ছি, ওরকম কী করে হলো স্যার ?'

তারপর একসঙ্গে অনেকে চীৎকার করে বলতে লাগলো, 'কী করে হলো ? কী করে হলো ?'

চৈতন্যবাবু অনেকক্ষণ চুপ করে' রইলেন, একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়লো। পরে বললেন, 'ছ্যাখো, আমি তোমাদের আর কিছু করতে বলবো না, কেবল তোমরা চুপ করে থাকো হেড মাষ্টার এক্ষুনি হয় তো এখান দিয়ে যাবেন—'

অমিয় বাইরের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ যেন চমকে উঠে বললে, 'ঐ তো হেড মাষ্টার !' সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্যবাবু বই খুলে চীৎকার করে উঠলেন—

'It was an ancient mariner,
And he stoppeth one of three—'

ভীষণ হাসির রোলে তাঁর বাকী কথাগুলো আর শোনা গেলো না।

চোখ মুখ লাল করে চৈতন্যবাবু, তোৎলাতে তোৎলাতে বললেন, 'ইয়ারকি হচ্ছে—না ? ইয়ারকি ! দেবো নাকি এক একটার কান ছিড়ে ?'

হঠাৎ একটা আওয়াজ হলো, 'হুম্ !'

তারপর সমস্ত ক্লাশ ভরে মৌমাছির গুঞ্জনের মত একটানাশব্দ, 'ম্‌ম্‌ম্‌ম্‌—'। প্রত্যেকটি ছেলের মুখ বন্ধ, তবু এই উঠেছে জোরে, ক্রমশই আরো জোরে।

চৈতন্যবাবু একেবারে স্তব্ধ। দেখতে পাচ্ছিলুম, তাঁর চোখ লাল হয়ে উঠেছে, তাঁর ঠোঁট কাঁপছে থর্‌থর্ করে। আমাদের মধ্যে এসে দাঁড়িয়ে এলোপাথাড়ি চড়-চাপড় মারতে আরম্ভ করলে মোটেও অবাক হতুম না, কিন্তু

তিনি যা করলেন তা' আরও আশ্চর্য্য। হঠাৎ চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে তিনি বলতে আরম্ভ করলেন।

'ছ্যাখো, তোমরা চুপ করো, তোমরা চুপ করো। আমি তোমাদের অনুরোধ করছি, একটুখানি চুপ করে থাকো তোমরা। আমি ব্রাহ্মণের ছেলে, আমি তোমাদের হাত জোড় করে বলছি—' বলতে বলতে তিনি সত্যি সত্যি হাত জোড় করলেন।

তাতেও যে কোন ফল হ'লো, তা আমার মনে হয় না। ছেলেদের বোধ হয় জিভ শুকিয়ে আসছিলো, তাই তারা চুপ করলো। যাই হোক, খানিক পরেই ঘণ্টা বাজলো; চৈতন্যবাবুর যন্ত্রণার আর আমাদের মজার হ'লো শেষ।

টিফিন-পিরিয়ডে নির্ম্মলের সঙ্গে গল্প করতে করতে বাদাম ভাজা খাচ্ছি, চৈতন্যবাবু দূর থেকে হাতের ইসারা করে আমাকে ডাকলেন। নির্ম্মল হেসে বললে, 'যা। আমাদের সকলের হ'য়ে সমস্ত উপদেশ তুই-ই গলাধঃকরণ কর্।'

অনিচ্ছায় গিয়ে কাছে দাঁড়ালুম। আমি কাছে যেতেই চৈতন্যবাবু তাড়াতাড়ি বলতে লাগলেন, 'ছ্যাখো একটা কথা তোমাকে বলি। তোমরা উপর ক্লাশের ছেলে—তোমাদের পড়াবার যোগ্যতা আমার নেই, তা আমি জানি। তোমরা আমাকে নিয়ে যা খুশি তা-ই করো। কিন্তু আজ···আজ একটু চুপ করে' থাকতে যদি···ছ্যাখো, আজ আমার মনটা ভালো ছিল না পরশু আমার ছোট মেয়েটি মারা গেছে······'

* * * * *

'কী রে? কী বলে ডাব?' বলে নির্ম্মল দাঁত বা'র করে হাসলে।

'কিছু না,' বলে আমি অন্যমনস্কভাবে অন্যদিকে সরে গেলুম। আর তারপর কয়েকদিন নির্ম্মলের সঙ্গে ভালো করে কথা বলতে পারিনি।

# মেজ-দা'র কাণ্ড

আমার মেজ-দা' বড় ভালো মানুষ। ওকালতি করেন, কিন্তু মনটি একেবারে সরল। মুখে হাসি লেগেই রয়েছে। পশার জমেনি; কিন্তু তাঁকে দেখে মনে হয় খুবই সুখে আছেন।

বর্দ্ধমানে তিনি থাকেন। কিসের জন্য কলেজ দু'দিনের ছুটি—তাঁর কাছে বেড়াতে গিয়েছি। বাইরের ঘরে তাঁর চাকর তক্তপোষের উপর গ্যাঁট হয়ে ব'সে হুঁকো টানছিলো, আমাকে দেখে খাতির ক'রে উঠে দাঁড়ালো। হুঁকো-শুদ্ধ হাতটা পিছনে লুকিয়ে বল্‌লে, 'আসুন।'

লোকটার বেয়াদবিতে সমস্ত শরীর জ্বলে গেলো। ভিতরে গিয়ে এ-কথা সে-কথার পর বললুম, 'মেজ-দা', রামকান্তকে তুমি একেবারে মাথায় তুলেছো দেখছি!'

মেজ-দা' শশব্যস্ত হ'য়ে বললেন, 'কেন, কেন, ও করেছে কি?'

'তোমার বাইরের ঘরের তক্তপোষে ব'সে হুঁকো টানছিলো।'

মেজ-দা' হেসে ফেললেন।—'ও, এই! আমি ভাবলুম, কী না জানি করেছে! ব্যাটার তো আবার কাণ্ডজ্ঞান নেই।'

'কাণ্ডজ্ঞান যে নেই সেটা তো চোখেই দেখলুম। তুমি যদি বলো, আমি ওকে একদিনে ঠিক ক'রে দিতে পারি।'

'না, না, তোকে কিছু করতে হবে না। আর ও এমন দোষই বা কি করেছে? এত খাটতে হয়, একটু তামাক খাবে না?'

'কিন্তু তোমার ঐ তক্তপোষে—'

'ওঃ, ভারী তো! রাজ্যের যত নোংরা মক্কেল এসে তো বসে ওখানে—তাদের তুলনায় রামকান্ত তো ফিটফাট বাবু।'

সে-কথা ঠিক। মক্কেলের তুলনায় শুধু নয়, অনেক সময় মেজ-দা'র পাশে ওকে দাঁড় করিয়ে দিলেও ওকেই মনে হবে বাবু। ওর গেঞ্জি আর কাপড় দিব্যি
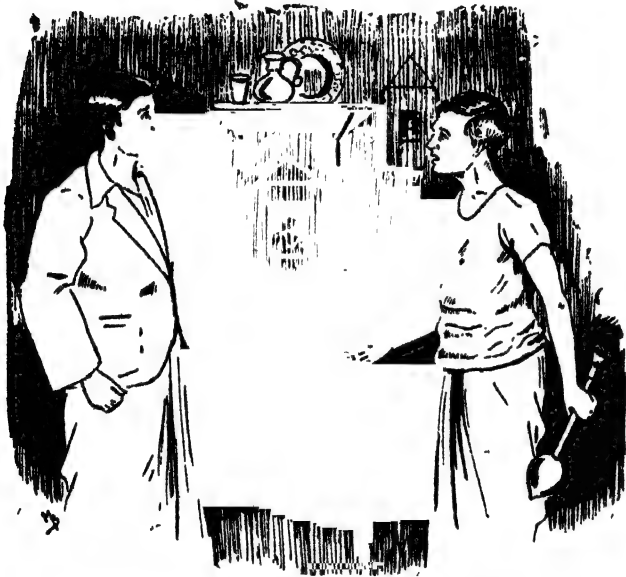
হুঁকো-শুদ্ধ হাতটা পিছনে লুকিয়ে বল্লে, 'আসুন।'

পরিষ্কার, মাথায় প্রকাণ্ড টেড়ি। বেরোবার জন্য চক্‌চকে বানিশ করা জুতোও আছে এক জোড়া—ভিতরে ঢোকবার আগে বাইরের ঘরের তক্তপোষের নিচে ছেড়ে আসে।

আমি বললুম, 'তুমি ওকে এত জামা-কাপড়ই বা দান করতে যাও কেন?'

'পাগল! দান কোত্থেকে করবো?'

'না, ঐ ফিনফিনে ধুতি ও নিজের পয়সায় কেনে?'

'তা ছেঁড়া কাপড় দিয়ে কী আর হবে? আর এত দিন একটা লোক আছে বাড়ীতে—না হয় মাঝে মাঝে দিলুমই।'

এর পর আমি চুপ ক'রে রইলুম। আমি জানতুম মেজদা'র বেশির ভাগ কাপড় একটু পুরোনো হ'লেই রামকান্তর কাছে যেতো। রামকান্ত যে তাঁদের জন্য বাসন মাজে আর জল তোলে এতে মেজ-দা মনে মনে তার কাছে অপরাধী হ'য়ে আছেন যেন; নানা ভাবে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করেন।

বৌদি বললেন, 'এ-সব কথা আর বলো কেন ঠাকুর-পো! বছরের মধ্যে একটা ছেঁড়া কাপড় চোখে দেখা যায় না—অথচ ছেলেপুলের ঘরে ছেঁড়া কাপড়ের কত যে দরকার—'

মেজ-দা' বাধা দিয়ে ব'লে উঠলেন, 'হয়েছে—তুমি থামো তো।'

বৌদি বললেন, 'বলবোই বা কী! তবু রামকান্ত এক রকম গা-সহা হ'য়ে গেছে—কিন্তু এই যে সেদিন কানাই এসে স্যুটকেস্-শুদ্ধ চুরি ক'রে নিয়ে গেলো তারই বা কী খেয়াল আছে?'

আমি চমকে উঠলুম।—'কানাই! ও আবার এসেছিলো নাকি?'

মেজ-দা' মুখ কাঁচুমাচু ক'রে বললেন, 'আহা, বড় কষ্টে পড়েছে ছেলেটা। জামা-কাপড়ের দরকার ছিলো—না হয় নিয়েই গেছে। দরকার ছিলো ব'লেই তো নিয়েছে। দেখো না—ইচ্ছে করলে আরো কত কি তো নিতে পারতো—তা তো আর নেয় নি।'

আমি বৌদির দিকে তাকিয়ে বললুম, 'কি হয়েছিলো বলো তো?'

'বিশেষ কিছু নয়। মাস খানেক আগে কানাই এসে কয়েক দিন ছিলো—সে চলে যাবার পর একটি স্যুটকেস্ বাড়ীতে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তাতে ছিলো দাদার গোটা দুই সিল্কের পাঞ্জাবি, এক জোড়া তাঁতের ধুতি, আর উড়ুনি—

আর ছেলেপুলেদের অনেক খুচরো পোষাক। সব চেয়ে মজা এই, ছেলেপুলেদের জামাগুলো সারা বাড়ীতে ছড়ানো অবস্থায় পাওয়া গেছে।'

মেজ-দা' বললেন, 'দেখলে! ওর যদি চুরি করবারই মতলব থাকতো ওগুলোও নিয়ে যেতে পারতো তো?'

রাগে সমস্ত শরীরে যেন আলপিন ফুটতে লাগলো, কিন্তু একটুও অবাক্ হলুম না। এ-রকম কিছু না হ'লেই বরং অবাক্ হতুম। কানাইকে কে না চেনে! ও আমাদের দূর সম্পর্কের কি রকম ভাগ্‌নে হয়। জন্ম-বয়াটে। কুড়ি বছর বয়স হয়েছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কিছু করে নি, কোনোদিন কিছু করবে এমন লক্ষণও নেই। নিকট ও দূর যত রকমের যত আত্মীয় আছে প্রত্যেকের বাড়ী ঘুরে ঘুরে ওর জীবন কাটে। অন্ততঃ আগে কাটতো। এখন এমন হয়েছে যে বেশির ভাগ বাড়ীর দরজাই ওর কাছে বন্ধ। নিতান্ত বেপরোয়া ভাবে বেছে বেছে ওর পছন্দমত জিনিস তুলে নিয়ে আসে। আর যাদের বাড়ী তারা অবশ্য সেটা পছন্দ করে না। ও কোনো ঘরে ঢুকলেই চার দিকে সবাই সন্ত্রস্ত হ'য়ে ওঠে—যতগুলো সম্ভব চোখ ওকে পাহারা দেয়। সব জায়গাতেই আমি এই রকম দেখেছি—এক আমার মেজ-দা'র বাড়ীতেই দেখলুম অন্য রকম।

গম্ভীর মুখে বললুম 'না, মেজ-দা, এটা তোমার বড্ড বাড়াবাড়ি হচ্ছে। নিজের জিনিস তুমি ফেলবে, ছড়াবে যা খুশি করবে—কিন্তু চুরির প্রশ্রয় কি বলে দাও?'

'আহা, তোরাও যেমন! একে কি আর চুরি বলে? মুখ ফুটে চেয়ে নিতে লজ্জা করলো—এই না? তা নিয়েছে তো নিয়েছে, এখন চেঁচামেচি করলে লাভ হবে কিছু? আর ও-সব সৌখীন জামা-কাপড় আমি পরতুম নাকি কখনো? ও ছেলেমানুষ তবু যা হোক ওর সখ মিটলো।'

এমন লোকের সঙ্গে কে কথা কইবে! সংক্ষেপে বললুম, 'যা-ই হোক্, কানাইকে আর কখনো ঢুকতে দিয়ো না বাড়ীতে।'

'পাগল! ও আর আসতেই গেছে। হাজার হোক্, মনে তো একটা—'

আমি বললুম, 'হ্যাঁঃ, খুব তুমি কানাইকে বুঝেছো। ওর মনে যদি লজ্জাই থাকতো তা হ'লে তো ও মানুষই হ'তো। দেখবে কালই হয়-তো এসে উপস্থিত হবে।'

যা বলেছিলুম। পরের দিনই শ্রীমান্ কানাইয়ের সশরীরে আবির্ভাব। আর সে শরীরে শোভা পাচ্ছে মেজদা'র শান্তিপুরের ধুতি, মেজদা'র সিল্কের পাঞ্জাবি। হাতে মেজদা'র সেই স্যুটকেস্—দেখেই বোঝা যায় সদ্য রঙ্ করিয়ে নিয়েছে।

আমাকে দেখেই কানাই এক গাল হেসে বললো।—'কী হে, কী খবর? কেমন আছো?' বলতে বলতে আমার ঘাড় ধরে ঝাঁকুনি।

ইচ্ছে হ'লো, দু' কান ধ'রে টানতে-টানতে ওকে বাইরে নিয়ে যাই, তার পর মনের কথাটা খুলে বলি। কিন্তু এমন সময় মেজ-দা' এসে পড়লেন।— 'আরে এসো, এসো। সেবার অমন না বলে-কয়ে কোথায় চলে গেলে? ভাল আছ ত?"

কানাই মেজ-দা'র পায়ের কাছে ঢিপ্ ক'রে একটা প্রণাম ক'রে বললে, 'আজ্ঞে ভালোই আছি। ইছাপুরের বন্দুকের কারখানায় একটা চাকরি করছি আজকাল। আপনাদের দেখতে এলুম।'

মেজ-দা' বললেন, 'বাঃ, বেশ! যা হোক্ একটা সুরাহা হ'লো এতদিনে।'

কানাই সবিনয়ে বললে, 'আজ্ঞে আপনাদের আশীর্ব্বাদ। এই চাকরির খবর পেয়েই তো সেবার অমন তাড়াতাড়ি চ'লে যেতে হ'লো।'

অক্লেশে বাড়ীর ভিতর ঢুকে গিয়ে কানাই বললে, 'এই যে মামীমা, আমি এসেছি। লুচি ভাজুন। আপনার হাতের লুচি খাবার জন্য মনটা ছটফট্ করছে।' বলে সে রান্নাঘরের দোর-গোড়ায় উঁচু হ'য়ে বসে পড়লো। বলতে লাগলো, 'উনুনে ওটা কী? মুড়িঘন্ট? বাঃ, গরম লুচির সঙ্গে বেশ জমবে। ওরে পটলি, মাণিক, ভোলা—এদিকে আয়, লুচি খাবি নাকি?'

পটুলি, মাণিক, আর ভোলা ছুটে এসে তিনদিক থেকে বৌদিকে জড়িয়ে ধরলো।—'মা, লুচি খাবো। লুচি খাবো মা।'

অগত্যা বৌদি কী আর করেন? ব'সে ব'সে লুচি ভাজতে লাগলেন আর কানাইকে খাওয়াতে লাগলেন।

নির্লজ্জতারও একটা সীমা আছে—কানাই তা-ও ছাড়িয়ে যায়। ওর
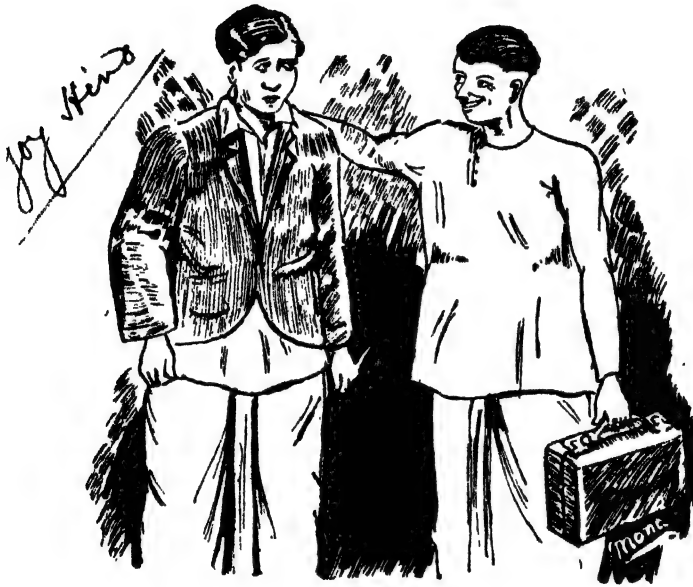
হে কী খবর?

আস্পর্দ্ধায় স্তম্ভিত হয়ে গেলুম। মেজ-দা'কে চুপি চুপি বললুম, 'দেখো, এ সহ্য করা যায় না। তুমি বলো, আমি ওকে এমন শিক্ষা দিয়ে দিচ্ছি যে—'

মেজ-দা' তাড়াতাড়ি বললেন, 'না, না, ও-সব কিছু করবার দরকার নেই। বেচারার কেউ নেই—মাঝে মাঝে এই আমাদের কাছেই তো আসে। মনে কষ্ট

দিয়ে লাভ কি? আর এখন ওর চাকরি হয়েছে—এখন তো আর ও কিছু নেবে না।'

চোখ কপালে তুলে বললাম, 'কী যে বলো! সত্যি-সত্যি ওর চাকরি হয়েছে নাকি?'

মেজ-দা' যেন একেবারে অবাক হ'য়ে গেলেন।—'ও খামকা একটা মিথ্যে কথা বলতে যাবে কেন?'

কানাইয়ের চাইতে মেজ-দা'র উপরেই রাগ হ'লো বেশি। এমন মানুষ নিয়ে কী করা যায়! কিছু না ব'লে সেখান থেকে চ'লে এলুম।

দুপুর বেলা সবাই আমরা খেতে বসেছি, বৌদি পরিবেষণ করছেন। দু' ঘণ্টা আগে কানাই লুচি আর মুড়িঘণ্ট দিয়ে প্রচুর জলযোগ করেছে, তবু আহারে তার উৎসাহের কিছুমাত্র অভাব দেখা গেলো না। এক একটা জিনিস মুখে দেয় আর চেঁচিয়ে ওঠে, 'বাঃ, খাসা হয়েছে। সত্যি মামীমা, কী চমৎকার আপনি রাঁধেন। দেখি ঐ ডালনাটা আর একটু। আর ও জিনিসটা কি—ডিমের বড়া বুঝি? না, থাক, আর দিতে হবে না।' তার মুখের দু' রকম ব্যবহারই অনর্গল চলছে।

একটু ফাঁক পেয়ে আমি বললুম, 'কানাই, গেলবার তুমি চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ীতে এক কাণ্ড।'

মেজ-দা' হঠাৎ খকখক ক'রে কেসে উঠলেন।

আমি বলতে লাগলুম, 'মেজ-দা'র একটা সুটকেস চুরি গেলো—তাতে ভালো ভালো সব জামা কাপড় ছিলো।'

কানাই বললে, 'সত্যি? কী সাংঘাতিক। কে চুরি করলে?'

'সে তার নাম-ঠিকানা লিখে রেখে যায় নি তো।'

'আমি থাকলে ঠিক চোর ধ'রে দিতুম, দেখতে।'

'সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তুমি থাকলেই চোর ধরা পড়তো।'

কানাই আমার দিকে একবার তাকালো, তার পর হঠাৎ হ্যা-হ্যা ক'রে হেসে উঠলো। আমি বাঁ হাত দিয়ে ওর পাঞ্জাবির তলাটা একটু ধ'রে বললুম, 'মেজ-দা, দেখো তো, তোমার জামাগুলো অনেকটা এই রকমের ছিলো, না?'

মেজ-দা' বললেন, 'থাক্, থাক্, ও গেছে তো গেছেই। তুমি ভালো ক'রে খাও, কানাই, লজ্জা কোরো না।'

সত্যি মামীমা, কী চমৎকার আপনি রাঁধেন।

কানাই এক ঢোঁক জল খেয়ে বললে, 'চাকরি পেয়েই ভাবলুম কিছু জামা-কাপড় করাই, ও-রকম ভ্যাগাবণ্ড্ সেজে থাকতে কত আর ভালো লাগে?'

মেজ-দা' বললেন, 'বেশ করেছো, কানাই, বেশ করেছো। এখন নিজের রোজগার, এখন ইচ্ছে-মত একটু খরচ করবে বই কি।'

তখন আর কিছু বলা হ'লো না, কিন্তু খেয়ে উঠে কানাই বললে, 'এই চারটের গাড়ীতেই আমি যাচ্ছি।

মেজ-দা' বললেন, 'সে কি! এই তো এলে!'

'না, আজ রাত্তিরে কলকাতায় আমার বড্ড দরকার।' কানাই লম্বা একটা ঢেঁকুর তুলে ফরমায়েস করলে, 'এই পটলি, আরো দু'টো পান নিয়ে আয় তো।—আর হ্যাঁ, মেজ-মামা একটা কথা। আপনার জন্য একটা জিনিস এনেছি।'

'জিনিস? কী জিনিস?'

কানাই সলজ্জ হেসে বললে, 'এই প্রথম চাকরি পেলুম—এই স্যুটকেস্‌টা কিনে আনলুম আপনার জন্য।'

মেজ-দা' অপ্রতিভভাবে বললে, 'না, না, সে কি হয়?'

কানাই জোর ক'রে বললে, 'না, না, এ জিনিসটা আপনাকে নিতেই হবে। আমি কিছুতেই ছাড়বো না।'

'কিন্তু ওর ভিতরে তো তোমার জিনিসপত্র—'

'ওঃ! ভারী তো জিনিসপত্র। নেবো'খন খবরের কাগজে মুড়ে।' বলতে বলতে কানাই স্যুটকেস্‌টা খালি ক'রে বার ক'রে আনলো। 'রইলো এটা।'

'আচ্ছা, আচ্ছা, সে হবে'খন। এখন তুমি একটু জিরিয়ে নাও তো গিয়ে।'

পাশের ঘরে গিয়ে বৌদি বললেন, 'দেখলে কাণ্ডটা?'

আমি বললুম, 'যাক্‌, তবু কিছু ফেরৎ পেলে।'

মেজ-দা' মুচকি হেসে বললেন,—'আর তুই তো মার-ধর করতে চেয়েছিলি। লোককে বিশ্বাস করতে হয়। সবার মধ্যেই ভালো আছে। আমি ঠিক বলতে পারি, ওর মনে এখন অনুশোচনা এসেছে।'

দুপুরবেলা ঘুমের আয়োজন করছিলাম, কিন্তু কানাই বাড়ীতে আছে জেনে মনে শান্তিও পাচ্ছিলাম না। দু'টো বাজতেই উঠে একবার পা টিপে-টিপে

বাইরের ঘরে গেলুম—দেখি, কানাই কি করছে। কিন্তু সেখানে ওকে দেখতে পেলুম না। সারা বাড়ী খুঁজে এসে আবার বাইরের ঘরে এলুম। হঠাৎ চোখে পড়লো, টেবিলের উপর এক টুক্‌রো ভাঁজ-করা কাগজ সযত্নে চাপা দেওয়া। উপরে লেখা—'শ্রীযুক্ত মেজ-মামা শ্রীচরণেষু।' খুলে পড়লুম—

দু'টোর গাড়ীতেই আমাকে চলে যেতে হচ্ছে। আপনারা সব ঘুমিয়ে আছেন, ডাকাডাকি ক'রে আর বিরক্ত করলুম না। আপনার টেবিলের দেরাজে দশটা টাকা ছিলো, আমি নিয়ে গেলুম। এখন আমার বড্ড টাকার দরকার। সামনের মাসের মাইনে পেয়েই পাঠিয়ে দেবো। আশা করি আপনার কোনো অসুবিধে হবে না। আমার সহস্র প্রণাম জানবেন। ইতি কানাই।'

চিঠিটা নিয়ে মেজদা'কে দিলুম। তিনি চোখ রগড়ে বললেন, 'কী ওটা?'

আমি বললুম, 'কানাইয়ের অনুশোচনা।'

চিঠিটা প'ড়ে মেজ-দা' বললেন, 'টেবিলের দেরাজে টাকা ছিলো নাকি?'

বৌদি বললেন, 'দেখো কাণ্ড! এদিকে কাল আমি মুন্সেফ বাবুর স্ত্রীর কাছ থেকে টাকা ধার ক'রে আনলুম।'

আমি বললুম, 'কানাই ব্যবসা বোঝে। স্যুটকেস্‌টার দাম নিয়ে গেলো।'

মেজ-দা' বললেন, 'কী যা তা বলিস্! টাকার দরকার কার না হয়? মাইনে পেয়ে ঠিক পাঠিয়ে দেবে।'

বৌদি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'হায়রে, ছেলেমানুষও এর চেয়ে বেশি বোঝে।'

সত্যি, মেজ-দাকে কিছু বলা বৃথা। চলে আসবার আগে বৌদিকে ভালো

ক'রে বুঝিয়ে বললুম, 'দেখো বৌদি, তোমায় একটু শক্ত হ'তে হবে। যে রকম ব্যাপার দেখছি, কানাইয়ের দেখা আবার যে পাবে না সে ভয় আমার নেই। কিন্তু সেবারই যেন শেষ হয়। বুঝলে ?'

বৌদি বললেন, 'আমি কী করতে পারি ? তোমার দাদা যদি ওকে সিল্কের জামা আর দশ টাকার নোট উপহার দিতে থাকেন, ও তো পেয়ে বসবেই।'

'না, যেমন ক'রে পারো তোমাকে এটা করতেই হবে। একেবারে বাড়ীতেই ঢুকতে দেবে না—একটা কেলেঙ্কারিও যদি হয় তো হোক্। নয় তো একদিন হয়তো গরুর গাড়ীতে চাপিয়ে তোমাদের সমস্ত ঘর সংসার তুলে নিয়ে যাবে। আর আমার সঙ্গে যদি ওর আবার কখনো দেখা হয়—আমার তো মনে রইলোই।'

ব'লে তো এলুম অনেক কথা, কিন্তু মনে বিশেষ ভরসা পেলুম না। আমারই দোষ হয়েছে—কানাইকে হাতের কাছে পেয়েও ছেড়ে দিয়ে ভুল করেছি। কলকাতায় ফিরে এসে অনেক দিন পর্য্যন্ত মনের মধ্যে একটা রাগ গজ্‌গজ্‌ করতে লাগলো। এদিক্-ওদিক তাকাতে তাকাতে রাস্তা দিয়ে চলি—যদি দৈবাৎ কখনও ভিড়ের মধ্যে কানাইকে দেখতে পাই। কলকাতাতেই ও থাকে, তবে কোথায় থাকে কেউ জানে না।

যা-ই হোক, কানাইয়ের কথা প্রায় ভুলে গিয়েছিলুম এমন সময় হঠাৎ একদিন মেজ-দা'র এক চিঠি। লিখেছেন—'একটা দরকারে তোমাকে লিখছি তুমি চিঠি পেয়েই তা করবে। কানাই মাঝখানে এসেছিলো, ওর হাতে আমি আমার সোনার ঘড়িটি কলকাতায় পাঠিয়ে দিয়েছিলুম। ঘড়িটার মেরামত দরকার—কথা ছিলো ও কলকাতায় পৌঁছেই সেটি তোমার বৌদির দাদার কাছে দিয়ে আসবে। আমি ইচ্ছে করেই ওর সঙ্গে দিয়েছিলুম—ইচ্ছে ক'রেই ওকে বিশ্বাস করেছিলুম—ও সত্যি-সত্যি ভালো কি মন্দ তাই দেখবার জন্যে। আমার ধারণা ছিলো, একজনকে বিশ্বাস করলেই তার ভিতরকার ভালো আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসে। কিন্তু আট-দশ দিন হ'য়ে গেলো—ঘড়ির কোনো খোঁজ পেলুম না। তার

পর বৈকুণ্ঠ বাবুকে চিঠি লিখে জেনেছি তিনি ঘড়িটা মোটেই পান্ নি। কানাই শেষ পর্য্যন্ত এ রকম করবে ভাবতে পারি নি। এখন আমার সন্দেহ হচ্ছে জামা-কাপড়গুলোও সেই চুরিই করেছিলো; আর সে দশ টাকা ফেরৎ দেবার উদ্দেশ্যই ওর ছিলো না। যা-ই হোক্, এখন তুমি যদি ওকে খুঁজে বার করতে পারো—এই ভরসা। রাগারাগি কোরো না, ওকে মিষ্টি ক'রে ঘড়িটা ফিরিয়ে দিতে বোলো; ওর দরকার থাকলে-আমি না হয় ওকে কিছু টাকা দিতে পারি। কি করতে পারলে শীগ্‌গিরই জানিও।'

কলকাতার জনারণ্যে কানাইকে যদি বা খুঁজে বার করতে পারি, ঘড়ি খুঁজে পাবো না এটা নিশ্চিত জানতুম। আর মেজদা'কে চিঠির উত্তরে কী লিখবো তা অনেকক্ষণ ভেবে ঠিক করতে পারলুম না।

# শ্রীপঞ্চমী

'বলু, বুলু ওঠ্।' বাবা আস্তে তার কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিলেন।

বুলু চমকে জেগে উঠলো। গত কয়েকদিনের সমস্ত আশা, আনন্দ আর উত্তেজনা হঠাৎ ফিরে এলো তার মনে। 'ভোর হয়েছে?' লেপের তলা থেকে আধখানা মাথা বার করে সে জিজ্ঞেস করলে।

মা বললেন, 'ভোর হ'লো বলে'। ওঠ্। চা ঠাণ্ডা হ'য়ে যাচ্ছে—শিগগির খেয়ে নে।'

বুলু বড় বড় চোখ মেলে চারদিকে তাকালো। ঘরে জ্বলছে আলো, কিন্তু জানালার কাচগুলো ফিকে হ'য়ে আসছে। এক্ষুণি ভোর হবে। , তার বিছানার পাশে ছোট টেবিলের উপর এক পেয়ালা চা আর কয়েকটা বিস্কুট। পেয়ালা থেকে উঠছে ধোঁয়া। দেরি করলে আর চলবে না। আজ অবিশ্যি কিছু খেতে নেই—যতক্ষণ না অঞ্জলি দেওয়া হয়; কিন্তু এখনো তো রাত রয়েছে, এখনো আজ না বলে কালই বলা যায়—এখন একটু চা আর দু' একটা বিস্কুট খেয়ে নিলে দোষ হবে না নিশ্চয়ই?

আজ শ্রীপঞ্চমী—বছরের সমস্ত দিনের মধ্যে এই একটি দিন! প্রার্থনা করো সরস্বতীর কাছে, তাঁকে পূজো করো ফুল দিয়ে—আর তিনি—তিনি তোমায় করবেন মস্ত লোক, মস্ত বিদ্বান্। বুলুর খুব ইচ্ছা সে মস্ত বিদ্বান্ হবে, তাই সমস্ত দেব দেবীর মধ্যে সরস্বতীর উপরেই তার ভক্তি। সরস্বতীর নাম করতেই সে পাগল। কতদিন কেটেছে দুরন্ত, উন্মত্ত আশায়, আজ শেষ

পর্য্যন্ত এলো সেই দিন। সেই দিন। একথা ভাবতেই কেমন যেন লাগে। এত আনন্দ যেন সহ্য করা যায় না। তা কষ্টের মত।

বুলু এক হাত বাড়িয়ে চায়ের পেয়ালাটা নিয়ে চুমুক দিলে। বেশ শীত

লোকটা একটা প্রতিমার ভুরু রঙ্‌ করছে। বুলুর কাছে সেইটাই সব চেয়ে সুন্দর লাগলো।

কিন্তু এখন সে উঠবে, উঠে রামুর সঙ্গে যাবে প্রতিমা আনতে। হ'লোইবা শীত বুলুর কিছু কষ্ট হবে না। বরং তার মজাই লাগবে—একেবারে চুপচাপ, ঝাপসা রাস্তা দিয়ে হাঁটতে। আর ভোরবেলার আধো আলোয় সারি সারি প্রতিমা—

কী আশ্চর্য্য দেখতে। বুলু তাড়াতাড়ি একটা বিস্কুট খেয়ে নিলে। এক সঙ্গে অনেকখানি চা গিলে ফেলে জিভ পুড়িয়ে ফেললে। বড্ড গরম চা।

বিছানাটা এমন মিষ্টি, এমন গরম, তবু বুলু লাথি মেরে লেপটা সরিয়ে ফেলে মেঝের উপর লাফিয়ে পড়লো। 'রামু—রামু উঠেছে তো?' ভাঙা ভাঙা গলায় একথা বলতে বলতে সে দরজার দিকে যেতে লাগলো।

'এই', মা ডাকলেন, 'আগে জামা পরে নে—নয়তো ঠাণ্ডা লাগবে। আয় এখানে।'

'রামু কোথায়?' তার অলষ্টারের হাতার সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে জিজ্ঞেস করলে।

'রামু আছে ঠিক, ছটফট করিসনে ওরকম। এই যে, টুপিটা পর।'

এক মিনিটের মধ্যে বুলুর সাজসজ্জা সম্পূর্ণ হ'লো।—'কিন্তু মা', হঠাৎ সে জিজ্ঞেস করলে, 'জুতোর কী হবে?'

'কেন, জুতোর হয়েছে কী?'

'না—জুতো পরে—জুতো পরে কি প্রতিমা আনতে যাওয়া উচিত?'

মা হেসে উঠলেন—'তোর যদি অতই ভক্তি থাকে, প্রতিমা ছুস্‌নে—তা'হলেই হবে। জুতো পরে প্রতিমার দিকে তাকাতে তো দোষ নেই।'

বুলু ভেবে দেখলে। 'তাহ'লে আর কী—যাই এখন। দেরি হ'য়ে যাচ্ছে এম্‌নি। রামু! রামু!' সে চেঁচিয়ে ডেকে উঠলো।

'এই যে, খোকাবাবু,' বারান্দা থেকে রামু জবাব দিল।

বুলু ছুটে বেরিয়ে এলো।—রামু, চলো, চলো। শিগগির, শিগগির।' রামুর হাত ধরে' তাকে প্রায় টানতে-টানতে বুলু রাস্তায় বেরিয়ে এলো।

রাস্তায়, ঘন কুয়সার ফাঁকে-ফাঁকে গ্যাসের সবুজ চোখ উঁকি মেরে আছে। তাদের এই এতদিনের চেনা, পুরোণো রাস্তা একেবারে নতুন আর আশ্চর্য্য ঠেকছে চোখে। নতুন, সব কিছু আজ নতুন; কেননা আজকের মত দিন আর

নেই, আজ শ্রীপঞ্চমী। মজা, মজা, প্রত্যেকবার পা ফেলতে কী মজা। বুলু খুব তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগলো, মুখে বিশেষ কিছু বললে না। বলবার কী আছে? মাঝে মাঝে সে কেঁপে উঠছে—শীতে না আনন্দে বোঝা যায় না।

দোকানে প্রতিমার সারির পর সারি—প্রত্যেকটা যেন অন্যটার চাইতে সুন্দর। এক কোণে জ্বলছে কেরোসিনের কুপি; লোকটা একটা প্রতিমার ভুরু রঙ্ করছে। বুলুর কাছে সেইটাই সব চেয়ে সুন্দর লাগলো।

সে জিজ্ঞেস করলে, 'এটা কি আমাদের?'

না—আপনাদেরটা তৈরী হয়ে গেছে, ঐ তো'। লোকটা তার রঙ্-মাখা আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে।

'ওটা ভালো নয়, ওটা আমার ভালো লাগে না। এটা দাও না আমাদের।'

'কী করে দিই। এটা পদ্মপুকুরের রজনীবাবুর ফরমায়েস।

'পদ্মপুকুরের রজনীবাবুকে অন্য একটা দাও না'।

'খোকাবাবু, আমাদেরটাও খুব সুন্দর,' রামু বললে।

'না না,' বুলু বলে উঠল 'ওটা আমি চাইনে। এটা আমাদের দাও না। দাও না'। তার গলার স্বর প্রায় কাঁদে কাঁদে।

লোকটা মুখ ফিরিয়ে বুলুর দিকে একটু তাকালো।—'বেশ তোমার কথাই রইলো, খোকাবাবু। তুমিই প্রথম এসেছো—'

আ! বুলুর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, 'আমি জানতুম ইচ্ছে করলেই তুমি দিতে পারো। কী সুন্দর'। একবার হাত তালি দিয়ে উঠে সে বললে, সত্যি কী সুন্দর। সে কী, এখনো হয়নি? চোখ? চোখ তো চমৎকার হয়েছে—আর কী করবে? শিগগিরি দাও—দেরি করতে পারিনে আর। আর কি সুন্দর হাঁস!' বুলু ছাড়া-ছাড়াভাবে কথা বলতে লাগো—কথাগুলো যেন লাফিয়ে লাফিয়ে পড়ছে তার মুখ থেকে। বুলু যখন তার প্রতিমা নিয়ে ফিরে এলো, সবে ভোর হয়েছে। দ্যাখো মা, কী সুন্দর প্রতিমা'।

'সুন্দর' মা বললেন।

'আমাকে প্রথমে দিতে চায়নি—বলেছিলো এটা অন্য লোকের জন্য—হি-হি।' বুলু খামকা খানিকটা হেসে উঠলো।

আস্তে-আস্তে বাড়ীর সবাই জেগে উঠলো; ছেলেমেয়েরা সব এক জায়গায় জড়ো হ'য়ে পুজো হ'য়ে গেলে কী-কী খাবে উচ্চৈঃস্বরে তারই আলোচনা করতে লাগলো। আশে-পাশের বাড়ীর ছেলেমেয়েরাও এলো। সমস্ত বাড়ী ভরে হাসির শব্দ। কে একটা ছেলে হঠাৎ গান করতে আরম্ভ করলে, আর পাঁচ বছরের ছোট একটি মেয়ে তাকে ধমকে বললে, 'থাম শীগ্‌গির—নয়তো আমরা সবাই চলে যাবো এখান থেকে।'

বুলু রাশি-রাশি ফুল জোগাড় করেছে, লাল পলাশ, আগুনের মত লাল, একটা ঝুড়ির মধ্যে জড়ো করা, যেন জ্বলে' উঠেছে পূজার সহস্র শিখা। বারন্দার এক কোণে পূজা হবে। বুলু আগের সমস্ত দিন খেটে সে-জায়গাটা রঙিন কাগজের নিশান আর শিকল দিয়ে সাজিয়েছে। ছেলেমেয়েরা সবাই দেখে মুগ্ধ, কিন্তু বুলুর মন কেবলই খুত খুত করছে। 'ঠিক হয়নি—না, ঠিক হয়নি। আরো অনেক ভালো হ'তে পারতো,' এই ধরণের কথা বার-বার সে মনে মনে বলছে।

আয়োজন সব সম্পূর্ণ। প্রায় আটটা—চমৎকার রোদ উঠেছে, কুয়াসার একটু চিহ্নও আর নেই। 'এই—ছেলেমেয়েরা,' মা ডেকে বললেন, 'এখন সবাই নাইতে যাও, পুরুত ঠাকুর এক্ষুণি এসে পড়বেন।'

বলা মাত্র ছুটে বুলু গিয়ে বাথরুমে ঢুক্‌লো। তখনো শীত। শীতের সকাল বেলায় বুলুকে স্নান করানো এক ভীষণ হাঙ্গামা, কিন্তু আজ সে একটি কথা বললে না। গরম জল চাইলে না পর্য্যন্ত। বেরিয়ে যখন এলো, তার দাঁতের সঙ্গে দাঁত ঠক্‌ঠক্ করছে। মা যত্ন করে তার গা মুছিয়ে দিলেন, তাকে পরিয়ে দিলেন ফর্সা, মুড়মুড়ে একটি ধুতি আর সিল্কের সার্ট। রোদ পোহাতে পোহাতে বুলুর মনে হ'তে লাগলো সে নিশ্চয়ই একজন মস্ত বিদ্বান হবে।

যেন একটা আলো জ্বলেছে, তার বুকের ভিতরটা জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে সে অন্য সবার থেকে আলাদা, সে একেবারে একা। স্বপ্নের মত সব। পুরুত ঠাকুর এলেন, পুজো আরম্ভ হ'লো। সার বেঁধে দাঁড়ালো ছেলে-মেয়েরা, এইমাত্র স্নান করে এসেছে, শীতে কাঁপছে। সেই সুন্দর হাসি মাখানো প্রতিমার সামনে

বুলু সেইখানেই রইলো দেবীর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে।

তারা হাঁটু গেড়ে বসলো। বুলুও বসলে তাদের সঙ্গে, মন্ত্র পড়লে; সেই ফুল, আগুনের মত লাল সেই ফুল ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারলো গায়ে। তিন বার ও-রকম করা হ'লো। পুরুত ঠাকুর উঠ্‌লেন, পুজো হ'য়ে গেলো। এখন খাওয়া! ওরা সবাই পাগলের মত ছুটে গেলে। কিন্তু বুলু সেইখানেই রইলো

দেবীর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে। চুপ করে সে তাকিয়ে রইলো তাঁর দিকে। এমন সুন্দর তাঁর মুখ, তাঁর দিকে তাকাতে কোথায় যেন লাগে। তার হাসিতে কিসের যেন আশ্বাস। সে কি প্রার্থনা করলে? সে কি কোন বর চাইলে? সে বুঝতে পারলে না; যেন একটা মোহ তাকে ঘিরেছে। শুধু তার ভিতরে সেই আশ্চর্য্য আলো—দেবীর পায়ে লাল ফুলের আলো যেন। আর হঠাৎ, তার চোখের সামনে, প্রতিমার ঠোঁট নড়ে উঠলো। দেবী কথা বলছেন। একবার তিনি মুখ খুলেছেন—মাত্র, একবার আর তারপর চিরকাল, চিরকালের মত তা বন্ধ হ'য়ে গেছে।

মাকে খুজতে খুজতে সে রান্নাঘরে গিয়ে উপস্থিত হ'লো। 'মা—' বলেই সে থেমে গেলো।

'কোথায় ছিলি এতক্ষণ? এই নে—' মা তার দিকে ফল আর মিষ্টি ভরা একটা থালা এগিয়ে দিলেন।

'মা—' সে আবার আরম্ভ করলে।

'কী?' মা তার মুখের দিকে তাকালেন।

'কী মিষ্টি আঙুর!' একটা আঙুর মুখে দিয়ে সে বলে উঠ্‌লো। না—ও-কথা না বলাই ভালো। না-বলাই ভালো।

# মাষ্টার মশাই

পণ্টু এবার ম্যাট্রিকুলেশন দেবে। লেখাপড়ায় সে এমনিতেই বেশ ভাল; তবু সে যাতে একটা জলপানি পায়, সেই জন্য পূজোর পর থেকে তার জন্য একজন মাষ্টার রেখে দেওয়া হয়েছে। ভদ্রলোক এম-এ পাশ ক'রে ল পড়ছেন। চমৎকার দেখতে, খুব স্মার্ট্; অত্যন্ত তাড়াতাড়ি কথা বলেন, এক সঙ্গে অনেক কথা বলেন। তার উপর তিনি মাসিকপত্রে লেখেন মাঝে-মাঝে। পণ্টু দেখেছে তাঁর নাম ছাপার অক্ষরে। সে তো স্তম্ভিত—হওয়াই উচিত। আর তার বাবাও ছেলের জন্য এমন একজন মাষ্টার খুঁজে পেয়ে নিশ্চিন্ত। কেননা, তাঁর মুখের কথা শুনলে মনে হয় যে ছেলে-পড়ানো ত' ছেলে-পড়ানো, ইচ্ছে করলে তিনি বাঙ্লার গভর্ণরকে মাঝে মাঝে টেলিফোনে ডেকে জিজ্ঞেস করতে পারেন, 'কী, ভাল ত'?' এখন ইচ্ছে একবার করলেই হয়!

নাম তার দুর্গাদাস। শনি রবিবার ছাড়া রোজ সকালে তাঁর আসবার কথা। পণ্টুর বাবা বলেছিলেন; 'খামকা সময় নষ্ট ক'রে কি লাভ, কাল থেকেই আসবেন।' সেদিন বুধবার।

কিন্তু কাল দুর্গাদাস বাবু এলেন না। তার পরদিনও নয়। আসতে আসতে একেবারে সেই সোমবার। পণ্টুর বাবা বারান্দায় ব'সে খবরের কাগজ পড়ছিলেন, সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠ্তেই দুর্গাদাস বাবু বলতে আরম্ভ করলেন, 'এই যে, নমস্কার। ভাল ত'? প্রিমিয়রের বক্তৃতা পড়লেন?—স্ক্যাণ্ডালাস্! আর তা নিয়ে আমাদের—মশায়ের লাফালাফিটা একবার দেখুন। এই ত সেদিন ওঁকে

আমি বলছিলুম, 'মশাই, এতই যদি সময় থাকে আপনার হাতে, পলিটিক্স্ করতে না গিয়ে ফুলকপির চাষ করুন! কাজ হবে তাতে। দুর্গাদাস বাবু চেঁচিয়ে হেসে উঠলেন।—'যে যা বোঝে না, যা পারে না, তা কেন করতেই হবে বলুন ত?'

খবরের কাগজটা রামেন বাবুর হাত থেকে কোলের উপর প'ড়ে গেল। চুপ ক'রে তিনি তাকিয়ে রইলেন।

'আচ্ছা'—দুর্গাদাস বাবু তাঁর কথা শেষ ক'রে আনলেন, 'এই ত, এ দিকের ঘরটা ত? পণ্টু এসেছে ত নেমে? দেখুন, ওর যদি দেরি ক'রে ঘুম ভাঙে, কক্ষণো জোর করে টেনে তুলবেন না। আমি বরং এসে অপেক্ষা করবো। জোর করে ঘুম ভাঙালে brain-এর cell-এ এমন শক্ লাগে—তাতে ভীষণ খারাপ হয় শেষ পর্য্যন্ত। Education নিয়ে আজকাল যে-সব research হচ্ছে তাতে নানা রকম নতুন জিনিস বেরোচ্ছে। সেগুলো আমাদের প্রত্যেকের জানা দরকার। আবার একটু পাতা উল্টিয়ে নিলুম বইগুলোর। গেলো দু' দিন আমার আসবার কথা ছিল—ইচ্ছে ক'রেই আসি নি। নিজে আগে ভাল ক'রে তৈরী হ'য়ে নেওয়া ত দরকার। এ-দুদিন ব'সে ব'সে য়্যাপ্লাইড সাইকলজির সব বই পড়লুম—উঃ, কী সব আশ্চর্য্য জিনিস আজকাল বেরুচ্ছে। এতদিন এডুকেশনের যে-সব মেথড্ চলছিল—বর্ব্বর বললেও যথেষ্ট বলা হয়। আশ্চর্য্য সব বই—নিয়ে আসবো একদিন আপনার জন্য।'

এই ব'লে দুর্গাদাস বাবু পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন; রামেন বাবু একটি কথাও বলতে পারলেন না। পণ্টু বই-খাতা নিয়ে প্রস্তুত হ'য়েছিলো; মাষ্টার মশাইকে ঢুকতে দেখে উঠে দাঁড়ালো।

'বোসো, বোসো', দুর্গাদাস বাবু মিষ্টি ক'রে হেসে বললেন, 'দেখি কী-কী তোমার বই-পত্তর?'

পণ্টু বল্‌লে, 'এইটে ইংরিজি পদ্য। বাবা বলেছেন, ইংরিজিটাই বেশি ক'রে—'

'ও হবে, হবে, ভয় নেই কিচ্ছু। ছেলেবেলায় আমি ইংরিজি ছাড়া কথাই বলতুম না, সঙ্গীদের বুঝতে অসুবিধে হ'ত ব'লে শেষটায় বাঙ্‌লা শিখতে হ'ল। দেখি—' ইউনিভার্সিটির ছাপানো সিলেক্‌শন্স-এর বইটা দুর্গাদাস বাবু এমন ভাবে হাতে তুলে নিলেন যেন বাধ্য হ'য়ে তাঁকে একটা অত্যন্ত নোঙ্‌রা জিনিস ছুঁতে হচ্ছে। সঙ্কুচিত আঙুলে আস্তে আস্তে পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কোন্-কোন্‌টা তোমাদের পড়তে হয়?'

খবরের কাগজটা রামেন বাবুর হাত থেকে কোলের উপর প'ড়ে গেল।

'এই যে—To sleep, Cloud, Toys, আর—' মাষ্টার মশায়ের হাত থেকে বইখানা নিয়ে পল্টু সূচীপত্র থেকে দাগ-দেওয়া নামগুলো দেখিয়ে যেতে লাগলো।

'রাবিশ!' দুর্গাদাস ব'লে উঠলেন, 'রট্‌! বলিহারি ইউনিভার্সিটিকে—কী-সব পদ্যই পাঠ্য করেছেন! এ-সব কি কোন ভদ্রলোকের ছেলে পড়তে

পারে—না, পড়াতে পারে? এ-সব পড়লে যদি কিছু বুদ্ধি-সুদ্ধি থাকে তাও যে লোপ পেয়ে যাবে। এ ছাইভস্মগুলো তুমি কক্ষনো পড়বে না।'

পল্টু বললে, 'কিন্তু এগুলোই যে টেক্‌স্‌ট্‌—'

'হওয়া উচিত নয়, হওয়া উচিত ছিল না। ইউনিভর্সিটির মাথা খারাপ ব'লে আমরাও তাতে সায় দেবো নাকি?—পাগল!—তুমি আমার সঙ্গে ইংরিজি সাহিত্যের যা শ্রেষ্ঠ, তা-ই পড়বে—'শেক্‌স্‌পিয়র—'

'আজ্ঞে?'

'শেক্‌স্‌পিয়র। নামও শোন নি?'

'শুনেছি।'

'তোমাকে শেক্‌স্‌পিয়র পড়িয়ে দেবো—আর কী চাই? শেক্‌স্‌পিয়র—যাঁর মত কবি পৃথিবীতে আর হয় নি—'

পল্টুর মুখ হঠাৎ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল। বললে, 'হ্যাঁ, জানি। সেই যে—Taming of the Shrew, সেও ত সেক্‌স্‌পিয়রের বই। ওঃ, কী ফাইন্‌ প্লে করেছিল ডগ্‌লাস—'

দুর্গাদাস বাবু পকেট থেকে সিল্কের রুমাল বার ক'রে মুখ মুছলেন। গম্ভীর-মুখে বললেন, 'হ্যাঁ—ঐ তো তোমরা জানো—খালি ফিল্ম্‌ আর ফিল্ম্‌। সমস্ত দেশটা উচ্ছন্নে যাচ্ছে।'

পল্টু ভয় পেয়ে চুপ ক'রে রইলো। দুর্গাদাস বাবু আবার বললেন, 'না, ও-সব নয়। ও-সব নয়। পোইট্রি কাকে বলে, জানো?'

'আজ্ঞে?'

'পোইট্রি। পোইট্রি। জানো, কাকে বলে?

পল্টু ভয়ে ভয়ে বললে, 'পদ্য—কবিতা—মিলানো লেখা—'

'থাক্‌, চুপ ক'র,' দুর্গাদাস বাবুর মুখ দেখে মনে হ'ল, তাঁর দস্তুরমত কষ্ট

হচ্ছে, 'আর তোমার বিছে ফলাতে হবে না। তোমার দোষ দিই নে। সিস্‌টেম, আমাদের সিস্‌টেমটাই vicious—তুমি কী করবে?'

হাতের ঘড়ির দিকে তিনি একবার তাকালেন, 'আচ্ছা, এ-পদ্যগুলো তোমার ত সব পড়াই আছে—আছে না?'

পল্টু মাথা নাড়লে।

'তা হলে আর কী? ও এমন কিছু নয় যে অনেকবার ক'রে পড়তে হবে। সোজা। জলের মত সোজা।'

'কিন্তু আমাদের ক্লাসের স্যর ত বলেন—'

'তোমাদের ক্লাসের স্যর কী বলেন তা আমাকে শুনিয়ো না। তাঁকে জিজ্ঞেস কোরো ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের প্রিলিউড সম্বন্ধে লেগূঈর মতামত তিনি মানেন কি না।'

পল্টু হকচকিয়ে গেল। সাহস পেলো না কোন কথা বলতে।

এই ত গেল প্রথম দিন। পরের দিন বাঙ্‌লা পড়াবার কথা। বাঙ্‌লার সিলেক্‌শন্‌স হাতে নিয়ে দুর্গাদাস বাবু মুখের এমন ক্লিষ্ট চেহারা ক'রে তুললেন যেন কেউ তাঁকে মেরেছে। ধুপ্‌ ক'রে বইখানা টেবিলের উপর ফেলে দিয়ে বল্‌লেন, আমি পারবো না, চললাম।'

পল্টুর মুখ শুকিয়ে গেল। বুঝতে পারলে না, কী ব্যাপার। তবে এটা সে বুঝতে পারলে যে মাষ্টার মশাই রাগ ক'রে চ'লে গেলে বাবা দোষ দেবেন তাকেই। খামকা বকুনি খেতে হবে। তাই সে তাড়াতাড়ি বললে, 'বাঙ্‌লাটা অবিশ্যি আমি নিজেই এক রকম ক'রে নিতে পারবো—'

'বাঙ্‌লা! বাঙ্‌লা তুমি নিজেই ক'রে নিতে পারবে! বাঙ্‌লা একটা কিছুই নয়, না? লেখো ত দেখি এক লাইন বাঙ্‌লা। আর তোমার এই টেক্স্‌ট্

বইয়ে যে সব লেখা রয়েছে, তাকে কি বাঙ্‌লা বলে? বাঙলা বলতে তুমি কী বোঝ? ক খ গ ঘ লিখতে পারলেই বাঙ্‌লা হ'ল?'

পল্টু স্তব্ধ হ'য়ে রইলো। এর একটা প্রশ্নেরও উত্তর দেবার তার ক্ষমতা ছিলো না।

'এ-সব নোঙ্‌রা কাজ আমাকে দিয়ে চলবে না', দুর্গাদাস বলতে লাগলেন, তোমাদের বাড়ীতে চয়নিকা নেই?'

'চয়নিকা?'

'হ্যাঁ, চয়নিকা, চয়নিকা। রবীন্দ্রনাথের। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের। কে, জানো?'

পল্টু বললে, 'দিদির কাছে রবীন্দ্রনাথের প্রায় সব বই আছে।'

'পড়েছো?'

পল্টু চুপ ক'রে রইলো।

'তা কেন পড়বে? সিনেমা দেখে আর সময় হয় কই? রবীন্দ্রনাথ পড়বে ভালো ক'রে—বাঙ্‌লা যদি শিখতে চাও। আর কিছু পড়তে হবে না। চয়নিকা পড়লে মোটামুটি একটা আইডিয়া হবে। আইডিয়াটা আমি তোমার করিয়ে দেবো। চয়নিকাটা এনে রেখো—নিজেও একটু দেখো প'ড়ে। এর পরদিন থেকে আমরা রবীন্দ্রনাথ পড়বো।'

'কিন্তু পরীক্ষায়—'

'ওঃ, পরীক্ষা! পরীক্ষা! কী ক'রে তোমাদের হবে? এক তোমরা পরীক্ষা ধ'রে নিয়েছো। পরীক্ষায় পাশ ক'রে কী অগাধ বিদ্যে নিয়েই বেরোন্ এক-একজন!'

এর পর পল্টুর আর কিছু বলা সাজে না।

* * *

শিক্ষা চললো। দুর্গাদাস বাবু যখন খুসি আসেন, যখন খুসি যান। এসে

অজস্র কথা বলেন, কখনো দু' পাতা ম্যাক্‌বেথ্ পড়েন, কখনো বা বলাকা থেকে কোন কবিতা। পল্টু চুপ ক'রে তাকিয়ে থাকে, শোনে, শোনবার চেষ্টা করে। তারপর, মাষ্টার মশাই চ'লে গেলে জিওমেট্রির এক্সট্রা কষতে বসে। কাটলো একমাস। রামেন বাবু জিজ্ঞেস করলেন একদিন, 'কী, আপনার ছাত্রকে কেমন মনে হয়?'
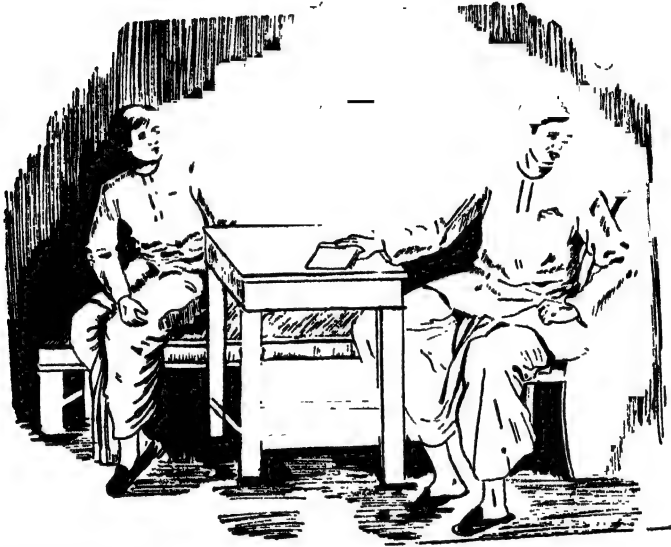
দুর্গাদাসবাবু মুখের এমন ক্লিষ্ট চেহারা ক'রে তুললেন যেন কেউ তাঁকে মেরেছে।

'ওঃ, চমৎকার ইন্‌টেলিজেন্ট্ ছেলে—আপনার কিছু ভাবনা নেই ওর জন্যে'

'আপনার টাস্ক্ সব করে ত ঠিক-মত?'

'টাস্ক্?' দুর্গাদাস বাবু ভুরু তুললেন।

'করে না?'

'টাস্ক্ করাবার দিন আজকাল আর আছে নাকি? পড়বেন মাদাম আনাবো-

বার্ণাদিনির বই। ফ্রান্সে উনি এডুকেশনের একজন অথরিটি। ওঁর বই পড়বার জন্যেই আমাকে ফ্রেঞ্চ শিখতে হ'ল, মশাই—এখনো ইংরিজি তর্জ্জমা হয়নি কিনা। মাদাম আনোবো-বার্ণাদিনি বলেন—'

রামেন বাবু বললেন মাথা চুলকে, 'কিন্তু সামনে পরীক্ষা—'

'পরীক্ষা ত' জল। তার জন্যে ত কোন ভাবনা নেই। আসল জিনিস হচ্ছে মনটাকে গড়ে তোলা—বুঝলেন কি না—'

'তা ও স্কলার্শিপ পাবে ত? কী মনে হয় আপনার?'

'সে-কথা কি কিছু জোর ক'রে বলা যায়? পেতেও পারে আবার না-ও পেতে পারে। কিন্তু তা'তে কি কিছু এসে যায়? স্কলার্শিপ পেলেও আপনার ছেলে যা থাকবে, না পেলেও তাই।'

এর উপর কোন কথা চলে না। রামেন বাবু চুপ ক'রে রইলেন।

দুর্গাদাস বাবু প্রায়ই মাঝে মাঝে আসতেন না—কোনদিন তাঁর সর্দ্দি, কোনদিন বা তাঁর কাছে অমুক কলেজের প্রিন্সিপাল্ এসেছিলেন, কথা কইতে-কইতে দেরি হ'য়ে গেল, কোনদিন বা তাঁর ছিলো না ফরসা কাপড়। আর এ-সব ছাড়াও, মাঝে-মাঝে এম্‌নিও ফাঁক রাখা দরকার, ছাত্রের মন সুস্থ রাখিবার জন্যে, কেননা মাদাম আনাবো-বার্ণাদিনি বলেন, ইত্যাদি।

একদিন তিনি এলেন বেলা সাড়ে-ন'টার সময়, পণ্টু তখন স্নান করতে যাচ্ছে। দু'দিন পরে তার টেস্‌ট্, রামেন বাবু একটু বিচলিত হ'লেন। মোলায়েম ক'রে বললেন, 'আপনার যদি সকাল বেলায় আসতে অসুবিধে হয়—'

দুর্গাদাস বাবু বললেন, 'কাল এমন একটা ব্যাপার হ'য়ে গেলো, মশাই, সারারাত ঘুমোতে পারি নি।'

'বলেন কী?' রামেন বাবু উৎকণ্ঠিত হ'লেন, কী হয়েছিলো?'

'আমার একটা hobby আছে—রাত্তিরে খাওয়া-দাওয়ার পর মাঝে-মাঝে ক্যালকুলাসের অঙ্ক নিয়ে বসি। ঘুমোবার আগে খানিকটা মস্তিষ্কের চালনা—বেশ

লাগে। কাল এমন এক বেয়াড়া প্রব্লেম নিয়ে পড়লুম—কী বলবো, মশাই—কিছুতেই মেলে না।। ব'সে থাকতে থাকতে মাথা গরম হ'য়ে গেল। আমিও মনে-মনে বললুম, "তোমাকে শেষ না ক'রে উঠছি না কিছুতেই।" না মিলে যাবে কোথায়—সেই হওয়া ত হ'ল, খামকা আমায় এতক্ষণ ভুগিয়ে নিলে। মুখ তুলে জান্‌লা দিয়ে তাকিয়ে দেখি, ভোরের প্রথম আলো দেখা দিয়েছে। ভাবলুম, এখন আর শুতে গিয়ে কী হবে, খানিক পরেই ত চা নিয়ে ডাকাডাকি করবে। কিন্তু এ-কথা ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়লুম সেই চেয়ারে ব'সেই, টেরও পেলুম না। জেগে দেখি—লর্ড্! সাড়ে আটটা! তাড়াহুড়ো ক'রে এই ত এলুম। এদিকে পল্টুর বুঝি ইস্কুলের সময় হ'য়ে গেছে? তাই ত—'

'তা'তে কী? তা'তে কী?' রামেন বাবু বাধা দিয়ে বললেন, 'ঠিক টেস্‌টের মুখে কিনা, সেইজন্যেই একটু—টেস্‌টটা হ'য়ে যাক্, তারপর আপনার যখন সুবিধে হয় আসবেন, যখন সুবিধে।' শ্রদ্ধায়, সম্ভ্রমে তিনি অভিভূত হ'য়ে পড়েছিলেন।

টেস্‌ট্ হ'য়ে গেল। পল্টু ভালই করল পরীক্ষায়—বরাবরই সে ভাল ক'রে এসেছে। কিন্তু এবার বাহবা পেলেন দুর্গাদাস বাবু।

জানুয়ারি মাসের প্রথম দিকে হঠাৎ দুর্গাদাস বাবু নিরুদ্দেশ হ'লেন। দু'দিন যায়, চার দিন যায়, সাত দিন যায়—দুর্গাদাস বাবুর দেখা নেই। এদিকে পরীক্ষা ত ঘনিয়ে আসছে। রামেন বাবু ব্যস্ত হ'য়ে পড়লেন—একটা খবর পর্য্যন্ত নেই, কোন অসুখ-বিসুখ করল, না কী? বাড়ীতে লোক পাঠানো হ'ল—বাড়ীর লোক বিশেষ কোন সন্ধান দিতে পারলে না। এটা বোঝা গেল যে অসুখ করে নি।

রামেন বাবু ভাবছেন, এখন আবার একজন নতুন মাষ্টার রাখা ঠিক কিনা, এমন সময়—পনেরো দিন পরে নিখুঁত, নিভাঁজ জামা-কাপড় পরা, হাসিতে উজ্জ্বল মুখ দুর্গাদাস বাবু আবির্ভূত হ'লেন। এসেই বললেন, 'অত্যন্ত দুঃখিত

শান্তি-নিকেতনে গিয়েছিলুম উইক্-এণ্ডে—রবীন্দ্রনাথ কিছুতেই ছাড়তে চান না। কেবলই বলেন, থেকে, যাও, আর দুটো দিন থেকে যাও। হ'তে হ'তে এই এতদিন হ'ল। আমি চ'লে আসবার কত চেষ্টা করেছি, কতবার বলেছি ওঁকে ভীষণ কাজ আছে কলকাতায়—তা রবীন্দ্রনাথের কথা ঠেলে কী ক'রে চ'লে আসা যায়?'

সব কথা শুনে রামেন বাবু হতবাক্ হ'য়ে রইলেন।—'আপনাদের অনেক অসুবিধে করলুম,' দুর্গাদাস বলতে লাগলেন, 'আমারই খারাপ লাগছে সব চেয়ে বেশি। সেইজন্য—যদি কিছু মনে না করেন—যদি দয়া ক'রে এখন আমাকে এ-ভার থেকে মুক্তি দেন, তাহ'লে বোধ হয় সব দিক্ থেকেই ভাল হয়।'

'সে কী কথা।' রামেন বাবু ব'লে উঠলেন, 'এ-কথা আপনি কেন বলছেন? কী ক'রে বলছেন? না-হয় আপনি দিন কয়েক না-ই এসেছেন—তা'তে কী? আপনার কাছে প'ড়ে পল্টুর ওয়াণ্ডারফুল প্রোগ্রেস হচ্ছে। না, আপনাকে থাকতেই হবে, কোন কথা আমরা শুনবো না।' তাঁর কথায় আরো জোর দেবার জন্য রামেন বাবু তখন-তখনই সে-মাসের আগাম মাইনের একটা চেক্ লিখে দুর্গাদাস বাবুকে দিয়ে দিলেন।

অগত্যা দুর্গাদাস বাবু র'য়ে গেলেন।

তোমাদের হয়-ত জানতে কৌতূহল হ'তে পারে, মাট্রিকুলেশনে পল্টু জলপানি পেয়েছিলো কি না।

হ্যাঁ, পেয়েছিলো—লেখাপড়ায় সে ভাল ছিল বরাবরই। কিন্তু বাহবাটা পেলেন দুর্গাদাস বাবু।

# তিনু আর রুনু

শনিবার। বেলা দেড়টার সময় তিনু ইস্কুল থেকে বাড়ি ফিরে দেখলে, মা পাখা খুলে দিয়ে দিব্যি আরাম করে ঘুমুচ্ছেন। হাতের বই-পত্র ছত্রখান করে টেবিলের উপর ছড়িয়ে ফেলে সে হুমড়ি খেয়ে পড়লো খাটের উপর। মাকে জোরে কয়েকটা ঠেলা দিয়ে বললে, 'মা, ওঠো, ওঠো।'

মা ঘুমের ঘোরে বিরক্তস্বরে বললেন, 'আঃ!'

'ওঠো—শিগগির ওঠো, খেতে দাও শিগগির।'

মা চোখ মেলে তিনুকে একটা মৃদু ঠেলা দিলেন। বললেন, 'বাবাঃ, ডাকাত পড়েছে যেন বাড়িতে। দস্যি কোথাকার।'

'হ্যাঁ, দস্যিই তো! খিদেয় মরে যাচ্ছি যে।'

'হ্যাঁঃ, এরি মধ্যে মরে যাচ্ছেন। এই তো ফিরলি বাপু বাড়িতে—দু' মিনিট একটু জিরিয়েই নে না।'

তিনু চটে গিয়ে বললে, 'আমার খিদে পেয়েছে—খেতে দাও, বলছি।'

মা অলসভাবে উঠতে উঠতে বললেন, 'বাঁচিনে, আর তোদের জ্বালায়! নে—চল্। একটু চোখে ঘুম এসেছে কি দিলে মাটি করে। রাক্ষস!'

বকুনি খেয়ে তিনুর অত্যন্ত অভিমান হ'লো। বড় আদুরে ছেলে সে—বকুনি খাবার অভ্যেস নেই। ঠোঁট কামড়ে সে চুপ করে রইলো।

মা সে সব কিছু লক্ষ্য না করে বললেন, 'আয়—আবার দাঁড়িয়ে রইলি কেন? শনিবারে কেন যে হাফ-হলিডে দেয়—বাড়ি ফিরে এসে তো দস্যিপনা।'

'খিদে পেয়েছে সে-কথা বললেও দোষ হয় নাকি?' তিনুর গলা ধরে এলো।

'যা-যাঃ, আর খিদে-খিদে করিস্ নে। কতকাল যেন খায় নি। খেয়ে-দেয়ে আর জ্বালাস নি কিন্তু আমাকে। তোরা যতক্ষণ বাইরে বাইরে থাকিস্, ততক্ষণই শান্তি। বাড়িতে এলেন কি রণমূর্ত্তি।'

কথাগুলো শুনে তিনুর চোখে প্রায় জল এসে পড়লো, কিন্তু কান্না সে চেপে রাখলো অনেক চেষ্টা করে। একটি কথা না বলে খেয়ে উঠে এলো। সত্যি তার খিদে পেয়েছিলো, কিন্তু ভালো করে সে খেতে পারলে না কিছুই; এমন কি তার অতি প্রিয় আইস্‌ড্ সন্দেশ পর্য্যন্ত আধখানা পড়ে রইলো।

তাই! সে বাইরে থাকলেই মা ভালো থাকেন। সে বাড়ি এলেই মার অশান্তি। মা তা হ'লে চান্ না সে বাড়িতে থাকে। বারান্দার তক্তপোষে চিৎ হয়ে শুয়ে তিনু ভাবতে লাগলো। সে একেবারে না থাকলেই, বাড়ি থেকে চলে গেলেই বোধ হয় মা খুশি হন্। তিনুর আর-একবার চোখে জল এসে পড়লো।

ছোট বোন লক্ষ্মী হাতে করে একজোড়া তাস নিয়ে এসে বললে, 'পেটাপেটি খেলবে, ছোড়্-দা?'

'গোল করিস নে—যা।'

'এসো না খেলি একটু। এবার ঠিক তুমি হেরে যাবে, দেখো।'

তিনু মুখ ভেঙ্‌চিয়ে বলে উঠলো, 'গেলি নে দেবো নাকি এক চড় বসিয়ে?'

লক্ষ্মী ছুটে পালালো।

তা-ই সে যাবে। মা যখন চান্ না, এ-বাড়িতে সে আর থাকবে না। কক্ষণো নয়। সে ঠিক চলে যাবে—অনেক দূরে কোনোখানে, তখন টের পাবেন তাঁরা! কালই যাবে। না—কালই বা কেন? আজই। যদি পারে তো এক্ষুনি। কোথায় যাবে? জায়গার অভাব কি—দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, জব্বলপুর,

ব্যাঙ্গালোর—কত জায়গা। ট্রেনে চড়ে বসলেই হয়। ভাড়া? তা ভাড়া কতই বা—তার তো হাফ-টিকিট। একটা সিগারেটের কৌটোয় সে দু টাকা সাড়ে এগারো আনা জমিয়েছে? আর? কত আর লাগবে? দিদির কাছে দুটো চাইলে দেবে।

বিকেলে যখন রুনু এলো সে মার্ব্বেল খেলার প্রস্তাবে কোনো উৎসাহ দেখালে না। চুপি চুপি বললে, 'একটা কথা আছে তোর সঙ্গে।'

গেলিনে, দেব নাকি একটা চড় বসিয়ে।

রুনু তার বন্ধু। রুনু তার সব চেয়ে প্রিয় বন্ধু। পাশের বাড়িতে থাকে। রুনুকে সে এত ভালোবাসে যে একবার একটা ঝকমকে হাতির দাঁতের বাটওয়ালা ছুরি তাকে উপহার দিয়ে ফেলে সে দু' একবারের বেশি আপশোষ করে নি। রুনু বললে, 'বায়োস্কোপে যাচ্ছিস বুঝি? তা আমি তো বাড়িতে—'

'দূর্, 'বায়োস্কোপে কে যায় ?'

'তবে ?'

'অন্য একটা কথা।'

রুনুর কৌতূহল বেড়ে উঠ্‌ল।—'কী বল্ না।'

তিনু এক হাত দিয়ে তার কাঁধ ধরে কানের কাছে মুখ নিয়ে বললে, 'আমি বাড়ি থেকে পালাচ্ছি।'

রুনু বন্ধুর চোখের দিকে তাকিয়ে বললে, 'যাঃ!'

'যা নয়, সত্যি। মা আমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন।'

'তাড়িয়ে—'

তিনু তাড়াতাড়ি রুনুর মুখে হাত চাপা দিয়ে বললে্ 'এই, আস্তে—আস্তে।'

রুনু ফিস্‌ফিস্ করে বললে, 'সত্যি পালাচ্ছিস ?'

'তবে কী ? দেখবি—আজই—'

'আজই ? কখন্ ?'

'তুই একটা গাধা। রাত্তিরেই তো সব গাড়ি ছাড়ে হাওড়া থেকে।'

খানিকটা অবিশ্বাসে, খানিকটা ঈর্ষ্যায় আর সম্ভ্রমে রুনু বড় করে চোখ মেলে তাকিয়ে রইলো বন্ধুর দিকে।—'একা! একাই যাবি ?'

'বাড়ি ছেড়ে যারা পালায়, তাদের সঙ্গে আবার কে কবে গিয়েছে!'

'ভয় করবে না ?'

'ভয়!' তিনু মৃদুস্বরে হেসে উঠলো, 'তুই একটা ছেলেমানুষ।'

নিজের ছেলেমানুষিতে একটু লজ্জিত হয়ে রুনু জিজ্ঞেস করলে, 'কাউকে বলে যাবি নে ?'

'এই তো তোকে বললুম।'

'আর কাউকে বলবি নে ?'

'না, আর কাউকে নয়।'—

'আমাকে কি চিঠি লিখবি। ওখান থেকে? কোথায় যাবি?'

'ঠিক করিনি এখনো। যেখানেই যাই, তোকে চিঠি লিখবো।'

রুনু রোমাঞ্চিত হ'য়ে বললে, 'বাড়িতে?'

'পাগল! তুই ছাড়া আর কাউকে কি জানতে দেবো, আমি কোথায় আছি! শোন্ তুই কিন্তু কাউকে বলে দিতে পারবি নে। কিন্তু সুবল, অমূল্য, ভেটু—কাউকে নয়।'

'না, বলবো না।'

'প্রতিজ্ঞা কর্।'

'প্রতিজ্ঞা করলুম।'

তিনুর মনটা একটু ভালো হয়ে গেলো। সবই তো ঠিক—বাড়ি থেকে পালাবার আর বাকি কী? কাল সকালবেলা—সে কোথায়? খুব জব্দ—মা খুব জব্দ হবেন, সে বাইরে থাকলেই না তাঁর ভালো লাগে! মা কি-রকম জব্দ হবেন তা ভেবে তিনু মনে মনে খুব খুশি হ'য়ে উঠলো। তার একমাত্র দুঃখ রুনুকে ছেড়ে যেতে হবে বলে। রুনুকে না হ'লে কিছুই যেন তার তেমন ভালো লাগে না। আঃ, রুনুটা সঙ্গে থাকলে কী মজাই হ'তো! হঠাৎ তার একটা কথা মনে হ'লো। রুনুর চোখের দিকে তাকিয়ে সে বলে উঠলো:

'তুইও চল্ না আমার সঙ্গে।'

'আমি!' বলতে রুনুর গলা কেঁপে গেলো।

'হ্যাঁ, তুই, চল্ না যাবি? বেশ হবে দু'জনে মিলে গেলে।'

লোভে লজ্জায় ভয়ে রুনু প্রথমটায় থতমত খেয়ে গেলো। তারপর বললে, 'কিন্তু আমার মা তো—'

তিনু অসহিষ্ণুভাবে মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে উঠলো।—'নাঃ, তুই একটা ষ্টুপিড!' সেই জন্যেই বুঝি সবাই যায়? এম্নি কি যেতে নেই। চল্,

দু' জনে মিলে গেলে কী মজা হবে ভাবতে পারিস্? তারপর মস্ত বড়লোক হয়ে ফিরে আসবো একসঙ্গে।'

'বড়লোক হ'য়ে!'

'বাঃ বাড়ি ছেড়ে যারা পালায়, সবাই তো বড়লোক হয়ে ফিরে আসে।'

রুনু হঠাৎ উৎসাহের ঝোঁকে বলে ফেললো, 'হ্যাঁ, যাবো।' কিন্তু তার পরেই বললে 'কিন্তু আমার তো ভাই—'

'হবে, হবে,সব হবে। কিছু ভাবিস্ নে তুই।'

'জামাকাপড় নিতে গেলে যদি কেউ দেখে ফেলে।'

'পাগল। কোনো জিনিসপত্তর নেবো নাকি সঙ্গে! বাড়ি ছেড়ে যারা পালায় তারা কখনো কোনো জিনিস সঙ্গে নেয়, শুনেছিস?'

'তা হলে—'

'দাঁড়া, তিনু বাধা দিলে। বেশ ক'রে সে চারদিকে একবার তাকালো। বারান্দায় পায়চারি করতে করতে দিদি চুল আঁচড়াচ্ছেন। মাঝে-মাঝে তাকাচ্ছেন তাদের দিকে। না, এখানে নয়। কেউ হয়-তো কিছু শুনে ফেলবে।—'চল্ ছাদে যাই,' একটু পরে সে বললে, 'আয়।' মুগ্ধ, স্তব্ধ, রুনু তিনুর পিছন-পিছন চললো। চুপি চুপি দুজনে ছাতে উঠে এলো। ব'সলো চিল-কোঠার দেয়ালে ঠেস্ দিয়ে। তিনু বললে, 'বল এবার।'

'যাবি যে—টাকা লাগবে না?'

'তোর কাছে কিছু নেই?'

রুনু মনে-মনে একটু হিসেব করে বললে, 'ন আনা।'

তিনুর মুখ একটু গম্ভীর হ'য়ে গেলে।—'আর-কিছু জোগাড় করতে পারবি নে?'

'কী করে?'

'মা-র কাছে চাইবি।'

'কত ?'

'এই, ধর্—কত আর ? যা পারিস্ আনিস্ তো। তারপর দেখা যাবে।'

'তোর কত আছে ?'

'দিদির কাছে দু'টাকা চাইবো, আর ধর্ ঠাকুরকে যদি বলি—ঠাকুরের অনেক টাকা।'

'তোকে দেবে ?'

'বাঃ, দেবে না ! বড়লোক হলে ও-টাকা শোধ করতে কতক্ষণ !'

টাকার ভাবনা ঘুচলো। দু'জনেই একটু চুপচাপ। তারপর তিনু জিজ্ঞেস করলে, 'কোথায় যাবি ?'

'যদ্দুর পর্য্যন্ত টিকিট করা যায়। হাফ-টিকিট—কত আর লাগবে। না—কিছু টাকা হাতে রাখতে হবে। যেখানে যাবো, তা দিয়ে দোকান খুলবো।'

'মনোহারি দোকান।'

'মনোহারি দোকান—তাতে জলছবি আর মার্ব্বেল আর খাতা পেন্সিল পাওয়া যাবে। তুই জিনিস বেচবি, আমি হিসেব রাখবো।'

'না, আমি হিসেব—'

'তা হ'লেই হয়েছে। একটা ফ্র্যাক্শনের অঙ্ক নিয়ে সেদিন যা কাণ্ড করলি—'

রুনু লজ্জিত হ'য়ে বললে, 'তবে থাক্।'

'আচ্ছা, আচ্ছা, আমরা পালা করে নেবোখন। আস্তে আস্তে দোকান মস্ত হবে—প্রকাণ্ড ! বড়লোক হতে আর ক'দিন। ব্যবসা ছাড়া কি আর বড়লোক হওয়া যায়।' বাবার মুখে শোনা একটা কথা তিনু সজ্ঞানে নিজের বলে চালিয়ে দিলে।

'কী করবো আমরা অত টাকা দিয়ে ?'

'তুই একটা গাধা। চকোলেট ছাড়া তখন কিছু খাবোই না। ছোট্ট লাল একটা মোটর কিনবো—আমি চালাবো, তুই বসে থাকবি পাশে।'

'মাঝে-মাঝে আমিও চালাবো।'

'তা চালাস্—কিন্তু সাবধান, অ্যাক্সিডেণ্ট করতে পারবি নে কিন্তু। বাবাঃ, মা-র কী ভয়! গাড়িতে বস্‌লেই শুধু বলতে থাকেন—আস্তে, সুরেশ, আস্তে! মা-র সঙ্গে গাড়িতে বেড়িয়ে সুখ নেই। তাঁকে একবার গাড়িতে তুলে ভীষণ জোরে চালালে—' কথা শেষ না করে তিনু হেসে উঠলো।

'মা-কে নিয়ে যাবি নাকি তুই ওখানে?'

'পাগল! তা হ'লে আর মজা কী? আমরা ওখানে বসে বড়লোক হচ্ছি তো—এদিকে মা-রা, তাঁদের কথা একবার ভাব্। হয়-তো মনে করছেন আমরা মরেই গিয়েছি। কী মজা! তারপর হঠাৎ যখন একদিন মস্ত বড়লোক হ'য়ে ফিরে আসবো, চিনতেই পারবেন না। উঃ, কী মজা। আর কোনোদিন বলবেন আমি বাড়ির বাইরে থাকলেই ভালো থাকেন!' তিনুর মুখ হাসির মাঝখানে অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে গেলো।

একটু পরে রুনু জিজ্ঞেস করলে, 'কোন্ ট্রেন আমরা যাবো?'

'তা ট্রেনের জন্য ভাবনা কী? হাওড়া থেকে সব সময়েই একখানা ছাড়ছে। তুই খেয়ে দেয়ে চুপে চুপে রাস্তায় বেরিয়ে আসবি—ন'টার সময়। বুঝলি—ঠিক ন'টার সময় আমিও আসবো। যদি লুকিয়ে তু'একটা জামা-কাপড় নিয়ে আসতে পারিস্ খবরের কাগজে মুড়ে—ভালোই। একটু এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াবি—যা'তে তোর বাড়ি থেকে দেখতে না পায়। আর তারপর—তারপর পাঁচ নম্বর বাস্।'

রুনুর সমস্ত শরীর কাঁটা দিয়ে উঠলো। তিনুর একখানা হাত চেপে ধরে সে বললে, 'তুই সত্যি ওয়াণ্ডারফুল ভাই।'

তিনু বললে, 'ঠিক ন'টা—মনে থাকে যেন।'

তারপর তারা আরো অনেক আলাপ করলে—কি করে থাকবে, কি খাবে, পয়সা হাতে এলে প্রথম কি করবে, দোকান কেমন করে সাজানো

হবে, কতদিনে ঠিক বড়লোক হ'তে পারবে, কলকাতায় ফিরে এলে পর ইস্কুলের মাষ্টারমশাইরা তাদের দেখে কী বলবেন—কথার আর শেষ নেই।

রুনুর বাড়ি থেকে তাকে খুঁজতে এসেছিলো—কোনোখানে তাকে পাওয়া যায় না। তিন্নুকেও নয়। সন্ধ্যে হ'য়ে গেছে—ছেলে দুটো রইলো কোথায়? সারা বাড়ি খোঁজ হ'ল—কোথাও নেই। শেষটায় তিন্নুর দাদা উঠলেন ছাদে। এই তো—ছাদের শক্ত মেঝের উপর পাশাপাশি শুয়ে দুজনে ঘুমুচ্ছে।
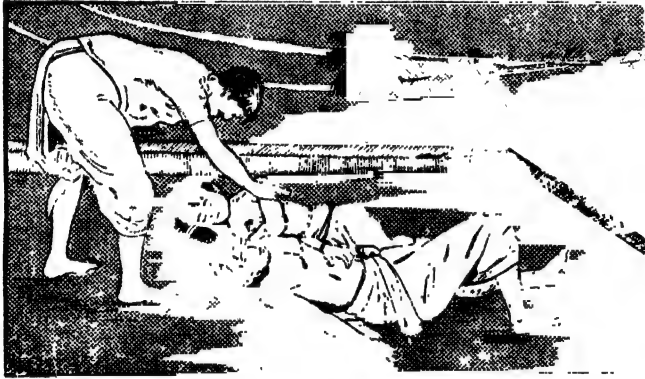
এই তিন্নু ওঠ্। ন'টা বেজে গেছে?

—'এই, তিন্নু, ওঠ্। তিন্নু! তিন্নু! রুনু!' দাদা দু'জনের মাথা ধরে জোরে ঝাঁকুনি দিলেন।

তিন্নু ধড়মড় করে জেগে উঠলো। 'ন'টা বেজে গেছে? ন'টা বেজেছে ন'টা?'

'পাগলের মত বক্‌ছিস কী? যা, খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড় গে, যা। রুনু, ওঠ। তোমাকে বাড়ি থেকে ডাকতে এসেছে।'

'রুন্নু রুন্নু!' তিন্নু ঘুমে-ভাঙা গলায় বলতে লাগলো, 'ন'টা বাজলো নাকি? ন'টা বেজে গেলো?'

রুন্নু তখন চোখ কচলাতে কচলাতে উঠে দাঁড়িয়েছে। দুজনে দুজনের দিকে চোরাদৃষ্টিতে একবার তাকলো—তারপর চোখ সরিয়ে নিলে। দুজনে আস্তে আস্তে তিন্নুর দাদার পিছন পিছন নামতে লাগল সিঁড়ি দিয়ে। কেউ কোনো কথা বললে না।

# ছোটদের বই

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

**আজবদেশে অমলা**

( Alice in wonderland ) ॥০

শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

**সোনার পাহাড়**

( এ্যাডভেঞ্চার ) ॥০

শ্রীসুনির্ম্মল বসু

**লালন ফকিরের ভিটে** ।৵০

শ্রীসুধাংশু দাশগুপ্ত

**মায়াপুরীর ভূত** ।৵০

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী

**মণ্টুর মাষ্টার**

( হাসির গল্প ) ।৵০

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী

শ্রীগৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু

**জীবনের সাফল্য**

( হাসির গল্প ) ।৵০

শ্রীশৈলনারায়ণ চক্রবর্ত্তী

**বেজায় হাসি**

( হাসির কবিতা ) ।/০

শ্রীবুদ্ধদেব বসু

**গল্প ঠাকুরদা** ।৵০

শ্রীসুবিনয় রায়চৌধুরী

**বল তো!**

( ধাঁধা ও হেঁয়ালীর বই ) ॥৵০

শ্রীগোষ্ঠবিহারী দে

।৵০

**গল্পবীথি** ।৵০

**জাতকের গল্পমঞ্জুষা** ।৵০

**শিশু-সারথি** ।৵০

।৵০

**ইষ্টার্ণ-ল-হাউস, ঃ ঃ কলিকাতা**